সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

সেপ্টেম্বর ২০১৭

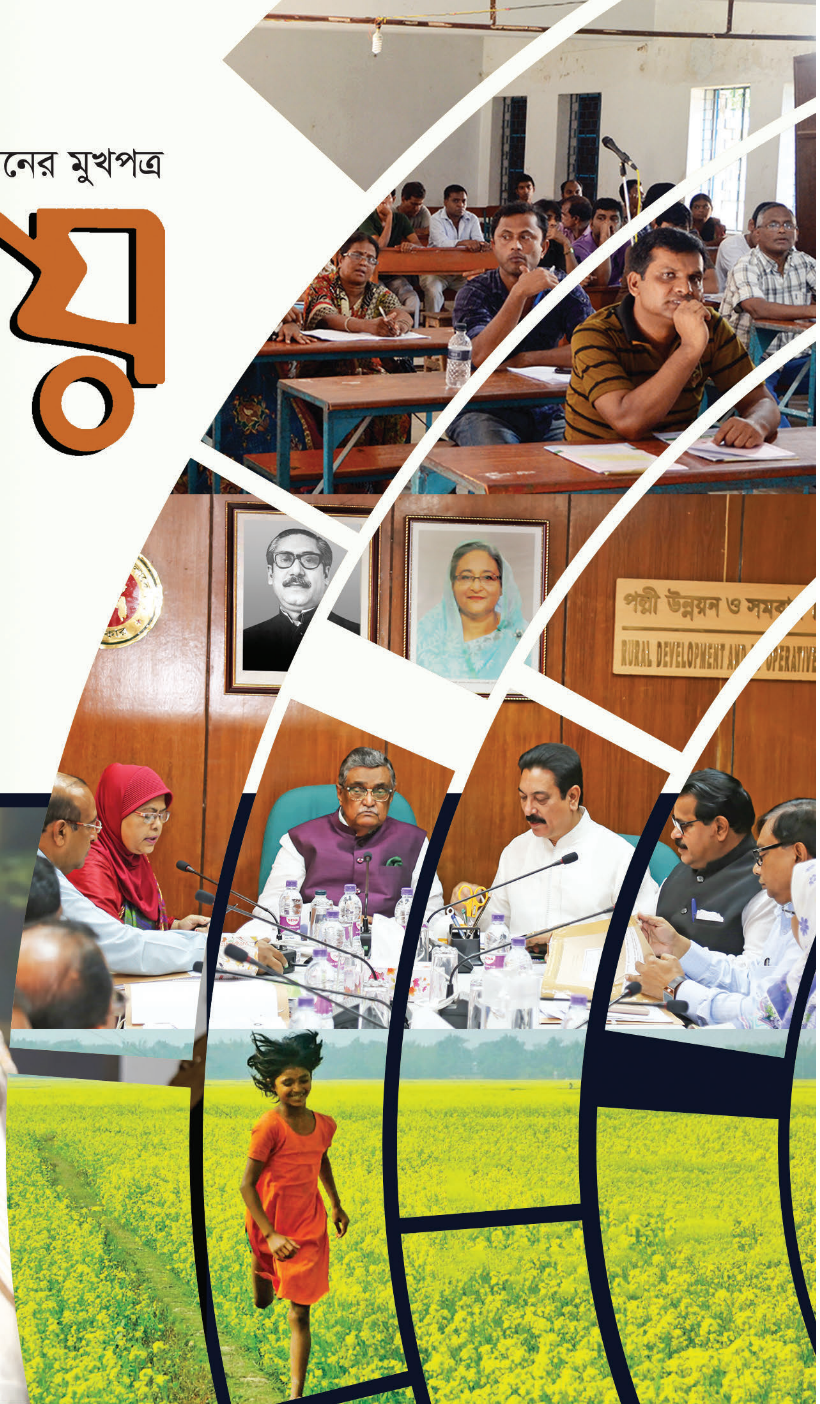

সমবায়

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

সেপ্টেম্বর ২০১৭ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
আব্দুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ ফখরুল ইসলাম
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ তাজুল ইসলাম
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্‌মেদ
উপনিবন্ধক (ইপি)

মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী
উপনিবন্ধক (পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে
সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা
থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪,
৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail : coop_bangladesh@yahoo.com
website : www.coop.gov.bd
ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচি

৩ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
৪ আসাদুল্লাহ্ : পাহাড়ে সমবায় সম্ভাবনার হাতছানি
৮ এম এম মোর্শেদ : ইউরোপের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা
১৩ হরিদাস ঠাকুর : মহিলা সমবায়ীদের আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব একটি পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষা
১৭ মো. জিয়াউল হক : রূপকল্প ও কল্পনার রূপ–সমবায় আন্দোলনের গতিপথ
১৯ এস.এ.মাহমুদী (সাব্বির) : সমবায়ের প্রি নিবন্ধন একটি প্রস্তাবনা
২১ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
২৪ আফতাব হোসেন : সিঙ্গাপুর ‘কমফর্ট রাইড’ সমবায়
২৮ বড়কনায় নির্জন পাহাড়ের বুকে সমবায়ের জোয়ার ছুঁয়েছে ঘরে ঘরে
৩০ মো. সাইফুল ইসলাম : রোয়াংছড়ি হস্তশিল্প উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি
৩২ মানবসেবার সকল দিক বিবেচনায় ঢাকা ক্রেডিট
৩৪ নিয়ামুল বাসার : মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ একটি সফল সমবায় সমিতি
৩৬ শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনে মন্ত্রণালয়ে চুড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত
৩৯ সমবায় সংবাদ

* নিবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব

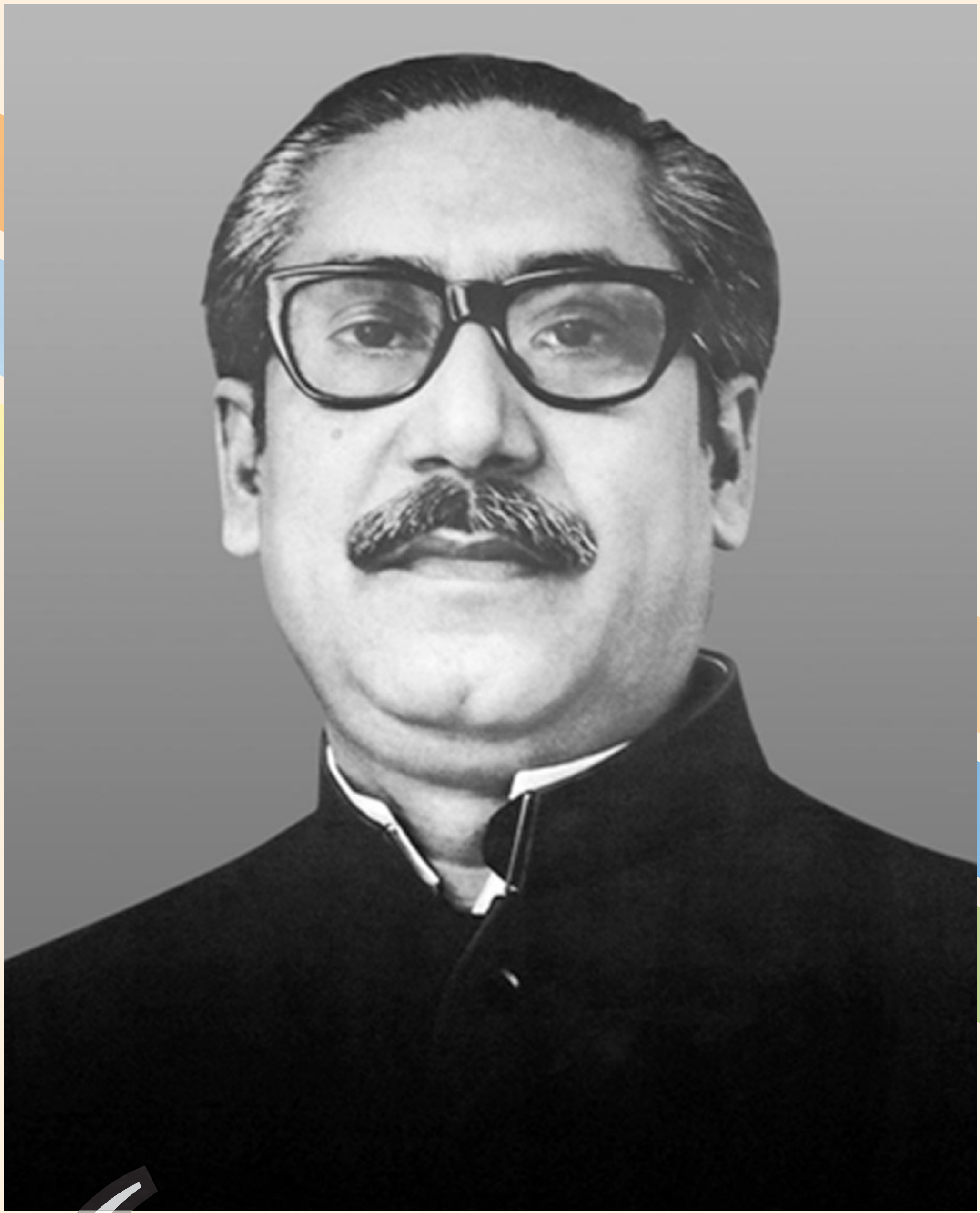

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে পাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির-উম্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বনেতাদের সামনে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি চাই, মানব ধ্বংস নয়, মানবকল্যাণ চাই।

বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭) ভোরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া ১৪তম ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। বাংলায় দেওয়া ভাষণে বিশ্ব শান্তি ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত নৃশংস গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গা ইস্যুতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান তিনি। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সময়োপযোগী ও দূরদর্শী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তুলে ধরেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের গল্প ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে আমরা আশাবাদী' মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সংবেদনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমরা কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে 'ব্লু ইকনোমি'র সম্ভাবনার প্রতি আমরা আস্থাশীল।

সমৃদ্ধির বাংলাদেশ 'বাংলাদেশ বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেখিয়েছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা শস্য-নিবিড়করণ প্রযুক্তি এবং বন্যা-প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছি। এ বছর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে যে ব্যাপক বন্যা আঘাত হেনেছে আমরা তা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সদস্য হিসেবে আমি এ সংক্রান্ত 'সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা' বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা আমাদের ৮৭ শতাংশ নাগরিকের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় আনা হবে।

পাহাড়ে সমবায়
সম্ভাবনার হাতছানি

আসাদুল্লাহ্

সম্প্রতি ঘুরে এলাম রাঙামাটির সাজেক ভ্যালি। খাগড়াছড়ির কিয়দংশ। বান্দরবনের নীলগিরি, নীলাচল, চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা প্রভৃতি পর্যটন এলাকা। বারবার মনে হচ্ছিল মহা ঐশীগ্রন্থ আল কোরানের কালাম। স্রষ্টাপাক কোরানের ভার দিতে চেয়েছিলেন পাহাড়কে। পাছে দায়িত্বে অবহেলা বা ত্রুটি ঘটে– এই ভয়ে পাহাড় কোরানের দায়িত্ব নেয়নি। বিবেকে টোকা লাগে– পাহাড় জ্ঞানী আমরাই বোকা। মানুষ ধর্ষক হয়। অমানুষ হয়। দুর্নীতিবাজ হয়। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী হয়। পাহাড় অপাহাড় হয় না। মানুষের মতো স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য থেকে বিচ্যুত হয় না। পাহাড় টলে না। তাই তার নাম অটল। পাহাড় চলে না। তাই তার নাম অচল। আদতে কেবল স্থিরতা স্থবিরতার বিচারে নয়। চরিত্র চারিত্রের বিচারেও পর্বত টিলারা অবিকৃত। বিকৃত কেবল বিবেকের নামে অবিবেকি অমরা মানুষরা। আদর্শের দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত পাহাড় টিলা।

কোরানসূত্রে জানা যায়, মানুষ সৃষ্টিকূলের মধ্যে সেরা। সৃষ্টি জগতের আর সবকিছু মানুষের খেদমত বা সেবার জন্যে। তাহলে পার্বত্য তিন জেলার এই যে হাজার হাজার টিলা-পর্বত, তা আমাদের কী কাজে লাগে? সরকারি দপ্তরগুলোয় এখন ইনোভেশন বা উদ্ভাবনের ছড়াছড়ি। পাহাড় নিয়ে কী ইনোভেশন হতে পারে? এই প্রশ্নমালার সাথে সরবতে চিনির মতো মেশে সমবায়। মগজের স্নায়ুকোষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে পাহাড় ও সমবায়ের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে। চিন্তাসূত্রে তার সন্ধানও মিলে। তবে তা বলবার আগে আরো আগের কথা বলা আবশ্যক। সে কথা প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। সৃষ্টির প্রারম্ভিক যুগের কথা। সে ক্ষেত্রেও আমাদের রেফারেন্স বা হাওলা আল কোরান। প্রসঙ্গক্রমে দুয়েকটা হাদিস উক্ত হবে সূত্র হিসেবে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সুন্দর শ্রেষ্ঠ আল্লাহপাকের মহান ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন পাহাড়-পর্বত। পাহাড় কেবল গাছ লতাপাতার অরণ্যাণি নয়। কেবল পরিবেশের ভারসম্যের অনন্য উপকরণ নয়। পাহাড় বিভিন্ন প্রাণীর অবাধ বিচরণ ভূমি। জীব বৈচিত্রের অভয়ারণ্য। এসব কথা পরিবেশবিদগণ প্রায়শঃ বলেন। অনেকে তা জানেন। মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা খাদ্য। সমুদ্রের মতো পাহাড়ও অনন্য খাদ্য ভাণ্ডার। পাহাড়ে কেবল মধু মিলে না। আনারস, পেয়ারা, আম, কাঁঠালসহ নানা রকম ফলের প্রাকৃতিক গোলা পাহাড় টিলা। পাহাড় জ্বালানির পাশাপাশি প্রশ্বাসের জন্য দেয় আমাদেরকে অক্সিজেন। এগুলো সবই খাই খাই কথা। সবার চোখের অন্তরালে, পাহাড় ধারণ করে আছে আমাদের মা পৃথিবীর ভারসাম্য। তা নইলে মাতা বসুমতি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেত। জমে না ওঠা দইয়ের মতো ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া হয়ে যেত। বসবাসের উপযোগী শক্ত স্থির মৃত্তিকা গড়ে ওঠতো না। চাষাবাদের

উর্বর জমিন পেতে পারতাম না। কোথায় পেতাম মাতৃভূমি? কোথায় পেতাম আমাদের এই পৃথিবী? প্রিয় বসুন্ধরা? এ সবওতো ভাববার বিষয়। তা নইলে পাহাড়ের উপকারিতা, উপযোগিতা এবং অনিবার্যতা কী করে বুঝবো?

ফিরে যাই কোরানসূত্রের প্রসঙ্গ কথায়। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পাহাড় আছে। তার মধ্যে ইসলামের মূল্যবোধ অনুযায়ী সাফা মারওয়া তুর ও হেরা পর্বত অত্যন্ত সম্মানীত, গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ঐতিহ্যের আলোয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ নিবন্ধে কেবল পাহাড়ের মূল কাজের কথা বলাই সমীচীন। কোরানে স্রষ্টাপাক বলছেন– ‘আমি কি ভূমিকে করিনি বিছানা। আর পর্বতমালাকে কি করিনি পেরেক?’ (সুরা নাবা; আয়াত ৬-৭)। পৃথিবী যাতে ঝুঁকে না পড়ে, ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব পাহাড়ের। ভূভাগের স্থিতিশীলতার জন্য পাহাড়েরা দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহপাক বলেন- “আমি পৃথিবীতে এ জন্য ভারী বোঝা (পাহাড়) রেখেছি, যেন তাদের নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।” (সুরা আম্বিয়া; আয়াত-৩১)। প্রসঙ্গত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন– “আল্লাহ তা’আলা জমিন সৃষ্টি করলে তা নড়াচড়া শুরু করল। অতঃপর তিনি পাহাড় স্থাপন করার পর জমিনের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হল।” (তিরমিজি; ৩২৯১)। কোরান বলছে– “তিনি (আল্লাহ) জমিনে পাহাড়গুলো স্থাপন করে রেখেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে কখনো টলে না পড়ে। তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্তুও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন।” (সুরা লোকমান; আয়াত-১০)। “তিনিই এ (জমিন) বুকে এর উপর থেকে পাহাড়গুলো গেড়ে দিয়েছেন এবং তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। আর তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।” (সুরা সাজদা; আয়াত-১০)। যারা ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়েন, গবেষণা করেন। তারা জানেন পাহাড় পৃথিবীর খুঁটি– এ কথা কত বড় সত্যি। আমরা অনেকেই জানি না। যারা জানি তাদের অনেকেই সত্য মানি না। চিন্তা বিবেক ও মনুষ্যত্বের এই ঘাটতির জন্য মানুষই দুর্ভোগ পোহায়। মানুষ মানুষকে খুন করে। পাহাড় অন্য পাহাড় বা টিলাকে খুন করে না। উপরন্তু মানুষ নিজের সাময়িক প্রয়োজনের হুজুগে অপরিনামদর্শী হয়। পাহাড় কাটে। বন উজাড় করে। পাহাড় শক্তি হারিয়ে ধসে পড়ে। পাদদেশের মানুষ পাহাড়চাপা পড়ে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ করে। দোষ দেয় সরকারের। দোষ দেয় অতি বর্ষণের। পাহাড়ি ঢলের। দোষ দেয় না নিজের। তাইতো মুরুব্বি আছে মান্যতা নেই। আইন আছে অনুসরণ নেই। কিন্তু আল্লাহতো মিথ্যে বলেন না। কোরানতো বেঠিক বলে না। “তোমাদের উপর যেসব বিপদ আপদ হয় তা তোমাদেরই কর্মের ফল।” (সুরা শুরা; আয়াত-৩০)।

এবার সমবায়ের কথা। “পাহাড়ে সমবায়”-এ প্রতিপাদ্য হতে পারে চমৎকার উইন্ডোজ। ভাবনার ডানা মেলতে পারে। চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। সমবায়ের সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে পারে। সমৃদ্ধির হাতছানি দাবী করে শুধু ইনোভেশন বা উদ্ভাবন। পাহাড় সুরক্ষার জন্য সমবায় কাজ করতে পারে। পাহাড়ের অবয়ব অক্ষুন্ন রেখে তার বহুমুখী ব্যবহারে সমবায় হতে পারে উত্তম মানবিক প্রযুক্তি। সমবায় কেবল দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার নয়। কেবল সমৃদ্ধি আনার পদ্ধতি প্রকরণ নয়। সমবায় প্রযুক্তিও বটে। তবে তা বুঝবার বিষয়। কেবল টুলস মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতিই প্রযুক্তি নয়। যন্ত্র ব্যবহারের উন্নত জ্ঞান দক্ষতা ও কৌশল, সেও যন্ত্রের মতো গুরুত্ববহ প্রযুক্তি। যান্ত্রিক প্রযুক্তি নয়, মানবিক প্রযুক্তি। সর্বকালের লাগসই মানবিক প্রযুক্তি একতা। ঐক্যশক্তি। এই একতা ও ঐক্যের মিলনমোহনা সমবায়। সমবায় ফোর্সসার্কিট বা শক্তিবর্তন। এই প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ব্যবহারে পাহাড় হতে পারে আগের চেয়ে বহুগুণ অধিক প্রাকৃতিক সম্পদ। সমবায়ের মাধ্যমে এই স্থানীয় সম্পদের

ব্যবহারে চাই নতুনতর গবেষণা। উদ্ভাবন। আমরা জানি পাহাড়ে বাঙালি আছে। কিন্তু কম। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যাই পাহাড়ে বেশী। পাহাড় তো পাহাড়। সেখানে সমতল ভূমি বিরল। তাই জনবসতি আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই বিচ্ছিন্নতা উন্নয়নের এক অন্যতম অন্তরায়। এ রকম অন্তরায়ের অন্তর্ধানে কাজ করতে পারে সমবায় পদ্ধতি। সমবায় প্রযুক্তি। সমবায় এর আরো বেশি কাজ করার সুযোগ আছে পাহাড়ি এলাকায়– এ কথা বোঝা সহজ হবে যদি পাশের পরিসংখ্যান, তথ্যচিত্র খেয়াল ও বিশ্লেষণ করি।

জেলা	উপজেলা	কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা	মোট
বান্দরবান	বান্দরবান সদর	১২২	৪৬	১৬৮
	লামা	৩৬	৩০	৬৪
	আলীকদম	২৬	০২	২৮
	নাইক্ষ্যংছড়ি	১৬	১৭	৩৩
	রোয়াংছড়ি	২৬	১৪	৪০
	রুমা	২৩	০৩	২৬
	থানচি	৩০	০	৩০
	সর্বমোট	২৭৯	১১২	৩৯১
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	১১২	৯৫	২০৭
	দিঘীনালা	৬৮	১৮	৮৬
	পানছড়ি	৩২	০৬	৩৮
	মহালছড়ি	২৮	১৪	৪২
	মাটিরাংগা	৮০	৪০	১২০
	মানিকছড়ি	২২	০১	২৩
	রামগড়	৩১	০৬	৩৭
	লক্ষীছড়ি	০৮	০	০৮
	সর্বমোট	৩৮১	১৮০	৫৬১
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	১১৪	২৬	১৪০
	কাউখালী	৮০	১৮	১০৮
	বাঘাইছড়ি	৩১	১২	৪৩
	বিলাইছড়ি	১৮	০৯	২৭
	বরকল	১৪	০৮	২২
	লংগদু	২৪	৪৪	৬৮
	নানিয়ারচর	৩২	২০	৫২
	জুরাছড়ি	০৪	১০	১৪
	কাপ্তাই	৩০	১৪	৪৪
	রাজস্থলী	০৫	১৪	১৯
	সর্বমোট	৩৫২	১৮৫	৫৩৭

তথ্যসূত্র : সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (জুন, ২০১৭)।

পার্বত্য তিন জেলায় সমবায় দপ্তরের জনবলের বিন্যাস অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী রয়েছে। প্রতি উপজেলায় জনবলের সংখ্যা পাঁচ (৫) জন। উল্লিখিত ছকে দৃষ্ট তথ্যমতে কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যার নিরিখে কর্মরত জনবল কম নয়। কোন কোন উপজেলায় অডিটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তুলনায় (১ জন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ২ জন সহকারী পরিদর্শক) সমবায় সমিতির সংখ্যা নগণ্য বা অত্যল্প। পাহাড়ে জনবসতি অল্প হলেও তা বেমানান। নিরন্তর কাজ করলে সমবায় কর্মকর্তাদের আরো অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে। পার্বত্য জেলায় যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী আছেন তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেবার সুবর্ণ সুযোগ এখনই। যা তাদের সৌভগ্যের কারণ হতে পারে। তাদের উদ্ভাবন আরো দশটি সরকারী দপ্তরকে পথ দেখাতে পারে। শুধু প্রয়োজন গা ঝাড়া দিয়ে মাথা নেড়ে পাহাড়কে, পাহাড়িদেরকে হ্যাঁ বলা। শুধু বুঝিয়ে দেয়া– আমাদের সাথে এসো; আমরা আছি তোমাদের সাথে। প্রসঙ্গত কিছু সম্ভাবনার কথা বলা যায়। সম্প্রতি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের গবেষণার ফলশ্রুতিতে পাহাড়ে জুম চাষের পদ্ধতিতে ধানের আবাদ হচ্ছে। এটা হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে। একাধিক পাহাড়ের মালিক একজন। একেতো পাহাড় দুর্গম। মাটি কম। পাথর বেশি। তবে ভাগ্য ভাল যে বাংলার মাটি উর্বর। বাংলাদেশের পাহাড়গুলোতেও অন্য দেশের পাহাড়ের তুলনায় মাটির ভাগ বেশি। সমবায়ভিত্তিতে পালা করে যদি একেকটি পাহাড় ধরে কাজ করা হয়, তাহলে জুম চাষের পরিধি ও ফলন অনেক বাড়বে। এ জন্য আবার পাহাড়িদের এবং পাহাড়িদের পাড়ার দূরত্ব ঘুচাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? দরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় সমঝোতা। কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য জেলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুলোর মধ্যে 'পাহাড়সম্পদ ব্যবহার' বিষয়ক সমঝোতা স্মারক আবশ্যক। এই সমঝোতা স্মারক প্রণয়নের মূল কাজটি করতে হবে সমবায় অধিদপ্তরকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় সমবায় অধিদপ্তর এ জন্যেই অগ্রণী ভূমিকা নেবে– যেহেতু সমবায় আন্দোলনের দায়িত্ব তার। যেনতেন সমঝোতা স্মারক হলে হবে না। কার্যকর সমঝোতা স্মারক চাই। এ জন্যে প্রয়োজন গবেষণা। সমবায় অধিদপ্তরের এ বিষয়ে সক্ষমতা আছে। কেননা ফলপ্রসূ গবেষণার জন্য দক্ষ কর্মকর্তা/গবেষক এবং অর্থের প্রয়োজন। এ দুটোই সমবায় অধিদপ্তরের আছে। বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তাই উত্তম গবেষকের ভূমিকা রাখতে পারেন। অর্থের উৎস হতে পারে সিডিএফ (সমবায় উন্নয়ন তহবিল)। গবেষণাসহ কয়েকটি বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচ্য হতে পারে।

১. পাহাড়ে সমবায়ভিত্তিক গবেষণায় তিন পার্বত্য জেলা এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, শেরপুর, টাঙ্গাইলের পাহাড়ে পাহাড়িদের সমাজে সমবায় এর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রকল্প গ্রহণ;
২. ঘর বাঁধার সুবিধার্থে, পাহাড়ি ঝর্ণার পানি পাওয়ার সুবিধার্থে পাহাড়িরা ছোট ছোট বসতি গড়ে তোলে ঝর্ণার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট সমতলে। এতে সংখ্যালঘু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়শঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন-এর সহযোগিতায় পাহাড়িদের বৃহৎ পাড়া গড়ে তোলার উদ্যেগ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জলাধার তৈরী করতে হবে। জীবন যাপনে অপরিহার্য বিষয় জলের সহজলভ্যতা।
৩. প্রাকৃতিক জলাধার তৈরীর জন্য একটি গভীর খাদের চার পাশের পাহাড়কে ঘের তৈরী করে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এ জন্য পাহাড় কাটা নয়; দুই পাহাড়ের

মাঝে দেয়াল/বাঁধ নির্মাণ করে জলাধার নির্মাণ সম্ভব। চীনের দেয়াল মানুষই গড়েছে। পিরামিড মানুষই গড়েছে। যা আজও বিশ্বের বিস্ময়। জলের জন্য পাহাড়ে জলাধার তৈরী অসম্ভব কিছু নয়। গত শতকে ফয় সাহেব চট্টগ্রামে পানীয় জলের জন্য তৈরী করেন পাহাড় ঘেরা আজকের ফয়'জ লেক। আমরা আরো আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ। পারব না কেন? পদ্মা সেতু হচ্ছে না? হচ্ছে। আমরাইতো করছি।

৪. পাহাড়ের ঝর্ণা হতে পারে জলবিদ্যুতের উৎস। সৌর বিদ্যুতের অপার উৎস পাহাড়। সে বিদ্যুৎ পাহাড় আবাদের স্বপ্নকে সহজতর করে তুলবে। নিদ্রামগ্ন স্বপ্নে নয়– অমাদেরকে হতে হবে জাগ্রত স্বাপ্নিক। জাগর স্বপ্নের ও স্বপ্নদ্রষ্টার আঁতুড় ঘর সমবায়। পৃষ্ঠপোষকও সমবায়। সমবায়ভিত্তিতে সৌরবিদ্যুতে পাহাড় আলোকিত করা সম্ভব।

৫. নির্মিত জলাধারে হাঁস ও মাছের চাষ সম্ভব। এতে পাহাড়িরা অর্থ ও পুষ্টি উভয়ের যোগান পাবে। দেশকেও তা সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। পাহাড়িদের মধ্যে মুরগি পালনের সংস্কৃতি বিদ্যমান। তা বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা নিতে পারে সমবায়।

৬. কোরানের বক্তব্য মতে পাহাড়ে আছে প্রাণীকুল। আছে খাদ্য। প্রাণীদের মধ্যে মৌমাছিও গণ্য। এই পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীটি মধুর কারিগর। পাহাড়ে মৌচাষের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য চাই পুঁজি এবং সম্মিলিত উদ্যোগ; এক কথায় সমবায়।

৭. পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন দেশের ভূভাগের অন্ততঃ ২৫% - ৩০% বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। আমাদের তা নেই। পাহাড় সংরক্ষণ ও বনায়নের দ্বারা সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব। এ জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড়ে তা হবে না। আরো শ্রম ও উদ্ভাবন প্রয়োজন। সমবায়বিত্তিতে তা সম্ভব। একা সম্ভব নয়।

৮. জুম চাষের শষ্য সুনির্বাচিত হতে হবে। কোদালে মাটি কাটতে হয়– এমন ফসল আবাদ করা যাবে না। তাহলে পাহাড়ের মাটি ধূয়ে যাবে। ক্ষয়ে যাবে। ধ্বস নামবে। শুধুমাত্র খুন্তি দিয়ে ছোট্ট গর্ত করে বীজ পুঁতলে চারা হয়। সেই ধরণের ফসল চাষ করতে হবে। আম, আনারস, পেয়ারা, কাঁঠাল, সিম, কলা, কাঁকরুল ইত্যাদি সে রকম ফসল। ধানের নিড়ানি লাগে। নইলে ঘাস বা জঙ্গলের ভিড়ে ধান ভাল হয় না। নিড়ানিতে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়। মাটি ক্ষয়ের আশংকা থাকে।

৯. পাহাড় সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাময় হচ্ছে পর্যটন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে। যার দ্বারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবুজ সংকেত বিদ্যমান। লক্ষ্যণীয় যে নীলগিরি নীলাচল ও সাজেক ভ্যালিসহ যে সব স্পটে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সময় ও শ্রম দিয়েছেন সে সব স্পটে নান্দনিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পাহাড়ি ও বাঙালি মিলেমিশে কিংবা সরকারের উদ্যোগে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের(পিপিপি) মাধ্যমে যদি পাহাড় অনুশাসিত হয়, কর্ষিত হয়-তাহলে আরো বেশী তা জনবান্ধব হবে। কথা না বাড়িয়ে বলা যায় আমরা সমুদ্র জয় করেছি। তাই আমাদের সামনে নীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) অপার সম্ভাবনা নিয়ে যেমন অপেক্ষমান। তেমনি আমরা যদি পাহাড়ে যাই; পাহাড়কে জয় করি, আপন করে নিই-তাহলে পাহাড় হবে উন্নত অর্থনীতির অনন্য আকর। সবুজ

আগামী। বস্তুতঃ পাহাড়ে সমবায়– শীর্ষক এক কর্মশালা (ওয়ার্কশপ)-এর আয়োজন করতে পারে সমবায় অধিদপ্তর।

১০. সম্প্রতি দেশের বিজ্ঞানীরা ভেড়ার পশম, পাট এবং তুলার মিশ্রণে নতুন ধরণের বস্ত্র বয়নে সক্ষম হয়েছেন। নতুন বস্ত্র দেখার পর ভেড়ার মতো অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মাংস ছাড়াও হাড় ও চামড়া থেকে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিরও আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া ভেড়ার উৎপাদন বাড়িয়ে তা বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য সমবায় গঠনের উপর জোর দেন। পাহাড়ে ছাগল ভেড়া পালনের সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেন। মরুভূমি ও পাহাড় মেষ– ভেড়ার চারণভূমি। বাংলাদেশের ঘাসের প্রচুর্যে সবুজ পাহাড় আরও সম্ভাবনাময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় সমবায়ের ভিত্তিতে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন– "বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সমবায় ভিত্তিতে করলে তারা বাজারজাতকরণের সুবিধা পাবে। যদি আমরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে দিতে পারি, তাহলে তার বাজারজাতকরণের সুবিধাও তারা পাবে। কাজেই মনে করি, ও ভাবে আমাদের একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। তাতে মানুষ আরও উৎসাহিত হবে।" দৈনিক সমকাল, ১০জুলাই, ২০১৭)। তবু কি সমবায় অধিদপ্তর প্রধানমন্ত্রীর আস্থার সুযোগ কাজে লাগাবে না?

পাহাড় কেবল পাহাড়ির নয়। পাহাড় জাতীয় সম্পদ। তার সুরক্ষা এবং আবাদের অধিকার ও দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকারের। পাহাড়ের সড়ক আরো প্রশস্ত করতে হবে। পরিকল্পিত কাট ছাঁটের দ্বারা সড়ক থেকে পাহাড়ের দূরত্ব একটু বাড়াতে হবে। যাতে পাহাড় কখনো ধ্বসে পড়লেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়। পাহাড়িদের ফসলের বিপণন ও ভাল মূল্যের জন্যও চাই ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমবায় মার্কেটিং হতে পারে উত্তম সহায়ক। সব কিছু ঢাকায় যেতে হবে কেন? স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা দরকার । যাতে আনারস, পেয়ারা,আম থেকে জেলি তৈরীসহ বহুমুখি খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা যায়। মোদ্দা কথা ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের সংজ্ঞায়িত স্বপ্নের দ্রষ্টা হতে হবে। ঘুমিয়ে নয় জেগে স্বপ্ন দেখতে হবে। যে স্বপ্ন ঘুমুতে দেয় না। শবে কদরের মতো সমবায়ও বিশেষ রজনী। অর্থাৎ বিশেষ সুযোগ। শবে কদরই তকদিরের মূল কেতাব। সমবায়ও তো ভাগ্য বদলের পদ্ধতি ও কৌশল। হাতিয়ার। সমবায় একই সাথে স্বপ্ন ও পরিকল্পনা। তাই পাহাড়ে সমবায়– থিমটাই হচ্ছে স্বপ্ন ও সমৃদ্ধির হাতছানি। জয় হোক পাহাড়ে সমবায়। জয়ী হোক পাহাড়ি সমবায়ী জনগোষ্ঠী।

....

লেখক : আসাদুল্লাহ্ (মোঃ আছাদুজ্জামান), উপসচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ইউরোপের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

এম এম মোর্শেদ

সমবায় একটি অতি প্রাচীন অর্থনৈতিক, সামাজিক কিন্তু গণতান্ত্রিক দর্শন যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। যদিও সমবায় মডেল অতি প্রাচীন তথাপি সমবায় এর কদর কোন অংশেই কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। আর তাইতো জাতিসংঘ ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করে সমবায়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (ICA) এর রিপোর্ট। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। ICA এর মতে বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য। আমরা যদি ইউরোপের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব, ইউরোপের উন্নয়নে সমবায়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ : আমরা বলতে পারি ২০০৮-০৯ইং সালে যখন সমগ্র ইউরোপের পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পরেছিল, তখন সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ দাপটের সাথে তাদের কার্যক্রম চালু রাখতে পেরেছিল।

ইউরোপে সমবায় এর ইতিহাস অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। সমবায়ের সূতিকাগার ছিল

COOP's High officials' visit in Bangladesh on 8th March 1999 (From left: Christian Jakobsson, Intercoop, KF Sweden Non Food Director (can't remember his name), Gert Guttler,Intercoop, Riccardo Bagni, Coop Italy, Pekka Kosonen, Tradeka Finland, Patrizia Rosi, Intercoop, Geir Ledsen NKL, Norway, Joes Manuel Muguruza, Eroski, Spain, Anders Wigfeldt, Eroski, Spain, Hans Christian Madsen, FDB, Denmark.) Photo Credit: MM Murshed.

গ্রেট বৃটেন তথা ইউরোপ। সর্বপ্রথম সমবায়ের ধারনা প্রদান করেছিল গ্রেট ব্রিটেনের এবারডীন অঞ্চলে "The Shore Porters Society ১৪৯৮ইং সালে। তারপর গ্রেট ব্রিটেনের "Fenwick Weaver Society" ১৭৬৯ইং সালে সমবায়কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দিয়েছিল। তবে আধুনিক সমবায় প্রতিষ্ঠার দাবীদার গ্রেট বৃটেনের "Roch dale Society of Equitable Pioneers" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৪ইং সালে (তথ্য- https://www.en.n.wikipedia.org/)।

তবে যাই হোক, আমি সমগ্র ইউরোপের সমবায় নিয়ে আলোচনা করব না। বরং আমি আলোকপাত করবো ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, ইটালী ও স্পেনের সমবায় নিয়ে। কেন না, ১৯৯৯-২০০৭ইং সাল পর্যন্ত আমি সমবায়ভিত্তিক ইউরোপীয় বহুজাতিক কোম্পানী INTERCOOP-এর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের QED (Quality Ethics & Development) কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করার সুবাদে ইউরোপের ঐ সকল দেশের সমবায় সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানার সৌভাগ্য হয়েছিল। উল্লেখ্য, INTERCOOP গঠিত হয়েছিল Coopডেনমার্ক, Coopনরওয়ে, SOK ফিনল্যান্ড, Coopসুইডেন Coopইটালী ও Eroski স্পেন-এর সমন্বয়ে। INTERCOOP এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ এবং এশিয়ার ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা।

নোট : Co-operative এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো "Coop" যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

ডেনমার্ক

Coopডেনমার্ক, ডেনমার্কের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত সমবায় FDB (Faellesforrningen for Denmark Brugsforeninger) অর্থাৎ ডেনিশ কনজিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান। FDB প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৬ইং সালে। ২০১৩ইং FDB নাম পরিবর্তন নাম রেখেছে "Coop Amba" (Amba মানে লিমিটেড লাইবেলিটি কো-অপারেটিভ)। Coopডেনমার্ক ছাড়াও Coop Amba এর রয়েছে আরো ২টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। Coop ব্যাংক এবং Coop ইনভেস্ট।

ডেনমার্কের বৃহত্তম ও বিখ্যাত সমবায় রিটেইলার ও কনজিউমার গুডসের নাম Coopডেনমার্ক। Coopডেনমার্কের রয়েছে ১২০০-এর অধিক, সুপার মার্কেট, হাইপারমার্কেট ও ডিসকাউন্ট স্টোরস। Coopডেনমার্কের সদর দপ্তর আলবার্টস ল্যুন্ডে অবস্থিত। Coopডেনমার্কের মার্কেট শেয়ার ৪০% এবং ১.৪ মিলিয়ন সদস্য।

ইরমা Coopডেনমার্কের একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত সুপার মার্কেট। ইরমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৬ইং সালে। ২০০৭ইং সালে ইরমা অর্গানিক ফুড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিল। 'Scandinavian retail cooperatives lead in Sustainable index 2015' এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী ইরমা ডেনমার্কের সবচেয়ে টেকসই ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইরমা ১৯৯৪ইং সালে "ব্যাটারী কেইস এগস" তাদের স্টোরে বিক্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ২০১২ইং সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ব্যাটারী কেইস এগস উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। Coopডেনমার্ক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ৭টি ডিভিশনের মাধ্যমে :

Kivickly, Brugsen, Super Brugsen, Dagli Brugsen, Lokal Brugsen, Fakta and Irma.

Coopডেনমার্কের ও এর সহযোগী কোম্পানীর মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৩৬,০০০ এবং বার্ষিক টার্ন-ওভার ৫০ বিলিয়ন ডেনিস ক্রোনার বা ৬.৭৩ বিলিয়ন ইউরো।

Coopডেনমার্ক, ডেনমার্ক জনগণের কাছে খুব প্রিয় এবং পরিচিত। এখানে Coopডেনমার্কের একজন ক্রেতার মন্তব্য তুলে ধরছি। "I Shop at Coop Denmark and it is reassuring to know that coops products are ok. I consider the ethical aspects, and I think that coop has shown the way in terms of avoiding allergenic substance in their products of vegetables and the prices are reasonable".

Mia Knudsen, Denmark. (তথ্য Coop Norden Report 2003).

ডেনমার্কের জনগণের কাছে Coopডেনমার্কের গুরুত্ব অনেক। ডেনমার্ক জনগণ বিশ্বাস করে "Something may be rotten in Denmark but not at CoopDenmark store". উল্লেখিত মন্তব্য থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পরি "Coop" তথা সমবায় ডেনমার্কের জনগণ এর কাছে কতটা আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।

নরওয়ে

নরওয়ের প্রথম সমবায় স্টোর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ইং সালে এবং ২৭ শে জুন ১৯০৬ইং সালে ২৮টি সমবায় নিয়ে গঠিত হয় NKL (Norge Kooperative Landsforening) অর্থাৎ নরওয়েজিয়ান কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন। NKL আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (ICA) এর সদস্য পদ লাভ করে ১৯০৭ইং সালে। পরবর্তীকালে ২০০৮ইং সালে NKL নাম পরিবর্তন করে Coopনরওয়ে রাখে। বর্তমানে ১১৭টি স্থানীয় সমবায় নিয়ে Coopনরওয়ে গঠিত। Coopনরওয়ের সদর দপ্তর অসলোতে অবস্থিত। ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী :

Coop Obs নরওয়ে, ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

- Coopনরওয়ের সদস্য সংখ্যা ১.৩ মিলিয়ন।
- কর্মচারীর সংখ্যা ২৫৬৪ জন।
- রাজস্ব আয় ৩০.০৪১ বিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার বা ৩.০৮ বিলিয়ন ইউরো।

Coopনরওয়ে ৮টি ডিভিশনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে :

Coop Obs, Coop Pirx, Coop Marked, Coop Electro, Coop Bygg, Coop Obs Bygg, Coop Kjokken and Coop Sports.

Coopনরওয়ে, নরওয়ের সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরাপত্তা ও মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। Coopনরওয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে।

Coopনরওয়ে দেশের জনগণ, প্রাণীজগৎ এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। Coopনরওয়ে বিশ্বাস করে যে,

তাদের ব্যবসায়িক উন্নয়নের চাবি কাঠি-হলো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। আর তাইতো Coopনরওয়ে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে :

১. শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো
২. পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশ উপযোগী
৩. নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

Coopনরওয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (ILO) এবং জাতিসংঘের যথাযত নিয়মাবলী মেনে ব্যবসা করে থাকে। Coopনরওয়ে ফেয়ার ট্রেড প্রজেক্ট এর মাধ্যমে স্যালভেশন আর্মি এবং ম্যাক হ্যাভেলার লেবেলের সাথে কাজ করে। Coopনরওয়ে গণতন্ত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে "Coop Solidarity Fund"-এর মাধ্যমে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক, বলিভিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি দেশে সহযোগীতা প্রদান করে থাকে।

'Scandinavian retail cooperatives lead in Sustainable index 2015'-এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী Coopনরওয়ে সমগ্র নরওয়ের গ্রোসারী স্টোরের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকার করে এবং সবচেয়ে টেকসই গ্রোসারী স্টোর হিসেবে বিবেচিত হয়।

"Coop is an international Organization with opportunities, a highskill operation with interesting jobs and with good profile and image. I use my experience of communications and I am proud to work at coop, coop is there is people's everyday lives, and literally supplies every day goods".

Rune G. Hansen, Communication Manager, Coop Norway (তথ্য Coop Norden Report 2003).

উল্লেখিত মন্তব্যটি থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি Coopনরওয়ের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে।

ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ডের বৃহত্তম সমবায়ভিত্তিক রিটেইলার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার নাম এস. গ্রুপ। এস.গ্রুপের রয়েছে ১৬০০ এর বেশী আউটলেট। এস. গ্রুপ গঠিত হয়েছে ফিন্যল্যান্ডের ২০টি আঞ্চলিক সমবায় ও SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) বা ফিনিস সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অরগানাইজেশন এর সমন্বয়ে। এছাড়া এস. গ্রুপের রয়েছে আরো সাতটি স্থানীয় সমবায়। SOK-এর সদর দপ্তর হেলসিংকিতে অবস্থিত। ২০১৬ইং সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী :

- এস গ্রুপের টার্নওভার ছিল ১১ বিলিয়ন ইউরো।
- সমবায় সদস্যদের বোনাস বাবদ ৩৫৩ মিলিয়ন ইউরো খরচ।
- নূতন আউটলেট ও সার্ভিসের জন্য খরচ করে ৫১১ মিলিয়ন ইউরো।
- মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭,৮৩৯ জন।

সমবায় কার্যক্রমের দিক থেকে ফিনল্যান্ড পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। আর এস. গ্রুপ ফিনল্যান্ডের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে। তার মানে সমবায় কার্যক্রমে এস. গ্রুপ এর স্থান পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির প্রথম সারিতে। এস গ্রুপের সমবায় সদস্যরা পদমর্যাদর দিক দিয়ে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। এস. গ্রুপ সবসময় সমবায় সদস্যদেরকে সবচেয়ে ভালো সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। যেমন : বোনাস, বেতন পদ্ধতি, প্রফিট শেয়ার, সদস্যদের জন্য বিশেষ ছাড় (ডিসকাউন্ট) দেয়া হয়। যেমন : কফিসপ, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, ডিপার্টমেন্ট স্টোরস, স্পেশালিটি স্টোরস ইত্যাদি। এস গ্রুপ সামাজিক কার্যক্রমকে সহায়তা করে থাকে। যেমন : খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম। ২০১৩ইং সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এস গ্রুপ ৬ মিলিয়ন ইউরো প্রদান করেছে, যার ৫০% খেলাধূলা, ৩৫% সামাজিক কার্যক্রম এবং ১৫% ব্যয় করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে। এস গ্রুপ সমস্ত ফিনল্যান্ডের মধ্যে কাঙ্খিত নিয়োগদাতা হিসেবে খ্যাত। এস গ্রুপ কর্মতৃপ্তি এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। এস গ্রুপ তাদের কর্মীদের কর্মতৃপ্তি যাচাই করার জন্য প্রতি বছরেই জরীপ করে থাকে। ২০১৩ইং সালের জরীপের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। এছাড়া এস গ্রুপ কর্মচারীদের কাজের যথার্থতা মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। এস গ্রুপ যুব সমাজকে কর্মনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ফিনল্যান্ডের কোম্পানীর মধ্যে এস গ্রুপ যুব নিয়োগকারী কোম্পানী হিসেবে খ্যাত। এস গ্রুপের কর্মচারীর মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ কর্মচারী রয়েছে যাদের বয়স ২৫ বৎসরের নীচে। ২০১৩ সালে এস গ্রুপ ৭ হাজার "সামার জব" প্রদান করে, যার ৬ হাজার কর্মচারী ছিল যুবক।

সুইডেন

Coopসুইডেন, সুইডেনের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত সমবায় প্রতিষ্ঠান KF (Kooperativa Forburndet) অর্থাৎ সুইডিস কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৯ইং সালে সুইডেনের ৪১টি স্থানীয় কনজিউমারস সমবায়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল KF। KF গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্টোর ম্যানেজার ও সভা সদস্যদেরকে সহায়তা প্রদান করা। পরবর্তীকালে KF ব্যবসার উন্নয়ন বিশেষ করে সমবায়কে আরো গতিশীল ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

Coopসুইডেনের সদর দপ্তর সলনায় অবস্থিত। Coopসুইডেন ব্যবসা করে থাকে সমবায় এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। Coopসুইডেন পরিচালিত হয়ে থাকে সমবায় রিটেইলার, সুপার মার্কেট ও হাইপার মার্কেট এর মাধ্যমে।

Coopসুইডেন ৫টি ডিভিশন এর মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

Coop Nara, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum, Coop Buildings. সমগ্র সুইডেনের ৫৫% সমবায় গ্রোসারীর ব্যবসা পরিচালিত হয়ে তাকে Coopসুইডেন এর মাধ্যমে। সুইডেনের গ্রোসারী ব্যবসার ২১.৫% মার্কেট শেয়ার Coopসুইডেন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে (রিপোর্ট-২০১৫)।

২০১২ইং সালের রিপোর্ট অনুযায়ী :

- Coopসুইডেনের আয় ৩৭.৩ বিলিয়ন সুইডিস ক্রোনার বা ৩.৮৩ বিলিয়ন ইউরো।

Coopসুইডেন, ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

● Coopসুইডেনের কর্মচারির সংখ্যা ৯৬০০ জন (২০০৬ইং সালের রিপোর্ট)।
● Coopসুইডেনের সদস্য সংখ্যা ৩.২ মিলিয়ন।

Anglamark হচ্ছে Coopএর নিজস্ব অর্গানিক ব্র্যান্ড। (১৯৯২ ইং সালে সর্বপ্রথম Coop সুইডেন তাদের অর্গানিক পণ্যগুলোকে Anglamark নামে জাতীয় ব্রান্ডের আওতায় নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে ২০০৬ ইং সালে Coop নরডেন (Coop: ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে) Anglamark ব্রান্ডকে সুইডিস জাতীয় ব্রান্ড থেকে নরডেন আঞ্চলিক ব্র্যান্ডে উন্নীত করে। তথ্য : পরিবেশ ও খাদ্য মন্ত্রনালয়, ডেনমার্ক।) এই ব্র্যান্ডের আওতায় নিম্নলিখিত পণ্য ও লেবেল প্রযোজ্য।

১. ফুড আইটেমের জন্য KRAV লেবেল

২. চা, কফি, চকোলেট, কোকার জন্য Fair trade লেবেল

৩. হাইজিন ও রাসায়নিক পদার্থের জন্য ECO লেবেল এবং তার সাথে SWAN অথবা Falcon লেবেল।

৪. মাছের জন্য MSC সার্টিফিকেশন (Marine Stewardship Council– একটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা। MSC টেকসই মৎস চাষ পদ্ধতির সনদ প্রদান করে থাকে)।

Coopসুইডেন কার্বন নিরসনের জন্য যাতায়াত এবং প্যাকেজিং যথাযথ সংক্ষিপ্ত করার উদ্যেগ গ্রহণ করে থাকে। (সূত্র : Coop Sustainably Report 2014)

Sustainable Brand Index Ranking Sweden 2016 অনুযায়ী সমগ্র সুইডেনের মধ্যে টেকসই ব্র্যান্ড হিসেবে Coopসুইডেন বিগত বছরের মতো ২০১৬ সালেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং গ্রোসারী ইন্ডাস্ট্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

"The Super market have a flat organization where all jobs are equally important and all employees have own responsibility towards customers. Our personnel policy works well in supporting good values such as sharing your knowledge. We benefit from the expertise of the staff and learn from one another."

Anneli Eriksson, Head of General Merchandize, Coop Sweden. (তথ্য Coop Norden Report 2003).

উল্লেখিত মন্তব্যটি থেকেই আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি Coopসুইডেন এর কাজের পরিবেশ সম্পর্কে।

ইটালী

ইটালীর বৃহত্তম কনজিউমার কো-অপারেটিভ চেইন সুপার মার্কেট হচ্ছে Coopইটালী। Coopইটালী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ইং সালে। Coopইটালীর সদস্য সংখ্যা ৮.৭ মিলিয়ন। মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৫৬,৬৮২ জন। (২০১২ইং সালের রিপোর্ট অনুযায়ী) টার্নওভার ১২.৭ মিলিয়ন ইউরো (২০১৪ইং সালের রিপোর্ট অনুযায়ী) এবং মার্কেট শেয়ার ২৭%। Coopইটালীর সদর দপ্তর Casalecchio di Reno। Coopইটালী ১৯৯৮ সালে ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য "SA 8000" সনদ অর্জন করে (বিশ্বের ফ্যাক্টরী ও সংস্থাগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার যাচাই করার একটি সার্টিফিকেশন পদ্ধতি হিসেবে Social Accountability International ১৯৯৭ সালে SA 8000 এর সূচনা করে)। যার ফলে Coop তাদের খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য ইকোস্টোর ব্র্যান্ড "VIVI VERDE" প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে ক্রেতা ও ভোক্তার কাছে ঐ সকল পণ্যের চাহিদা, আস্থা ও কদর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১২ইং সালে Euro Coop-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী Coopইটালী ২০১১ইং সালে তাদের পুরনো প্যাকেজিং পদ্ধতি পরিবর্তন করে 3R (Reduce, Re use & Recycle) পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫৮০০ টন প্যাকেজিং দ্রব্য সাশ্রয় করে।

স্পেন

স্পেনের বিখ্যাত সমবায় প্রতিষ্ঠান এরোস্কি

Eroski S. Coop স্পেন, ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

Coopইটালীর পণ্য ও ব্র্যান্ড এর মর্যাদা ও আস্থা এর ক্রেতা, সদস্যগণ এবং সরবরাহকারীর নিকট বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। Coopইটালী সবসময় ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধবের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। Coop তার ভোক্তা ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ বান্ধবের ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে থাকে। ১৯৯৮ইং সালে Coop ইইউ ইকো লেবেল প্রতিষ্ঠাতা করে। Coop-এর ব্যবসার মুলনীতি হচ্ছে :

১. টেকসই

২. স্বাস্থ্য

৩. স্বচ্ছ ব্যবসা

তাছাড়া Coop ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখে। শুধু তাই নয়, Coop কার্বন নিঃসরনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত অপচয় রোধ, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি বিদ্যুৎ ও জ্বালানী অপচয়ের ব্যাপারে সদস্য, ক্রেতা ও সরবরাহকারীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহযোগীতা করে থাকে। ২০০৯ইং সালে

(Eroski S. Coop)। এরোস্কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ইং সালে স্পেনের বাস্ক কান্ট্রি অঞ্চলের ছোট্ট শহর মনড্রাগনে। স্পেনের প্রায় সকল জনগণের কাছে 'এরোস্কি' একটি অতি পরিচিত নাম। এরোস্কির স্বকীয়তা হলো, এরোস্কি, মনড্রাগন কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন (MCC) এর সহযোগী হিসেবে কাজ করে। MCC হলো, বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠান, যা কিনা শ্রমিক মালিকানায় পরিচালিত। এরোস্কি স্পেনের বৃহৎতম 'রিটেইল ফুড চেইন' এবং চতুর্থতম বৃহত্তম রিটেইল গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। এরোস্কির বর্তমান স্টোর এর সংখ্যা ২১১০টি। ২০১৬ইং সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী :

● এরোস্কির টার্নওভার ২০১৫ সালের তুলনায় ৪৫% বেশী।
● বিনিয়োগ ৪৫ মিলিয়ন ইউরো।
● অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা হ্রাস ১৬৯ মিলিয়ন ইউরো ১ম ৬ মাসের মধ্যে।
● মুনাফা অর্জন ৮.৮ মিলিয়ন ইউরো।
● কর্মচারীর সংখ্যা ৩৮,৪২০জন।

২০১০ সালে এরোস্কি "Zero CO2 Emission Store" প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলশ্রুতিতে সমান আকারের স্বাভাবিক সুপার মার্কেটের তুলনায় ৬৫% এনার্জি কমাতে পেরেছিল। পরবর্তীতে তা স্পেনের একটি রেফারেন্স মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। (তথ্য : https://www.thenews.coop/93231/sector/retail/qa-what-lies-ahead-for-european-co-ops/)

২০১৫ইং সালে এরোস্কি With You নামক গ্রীন গ্রোসার প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের জন্য ইটালীর "Valle venosta Association of Horticulture Products" কর্তৃক গোল্ডেন গোল্ড এওয়ার্ড পেয়েছিল। ২০১৫ইং সালে এরোস্কি স্পেনীয় কমিটি অফ দি ইউ এন এইচ সি আর (UNHCR) এর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে ৭১,০০০ জন উৎবাস্তু এবং যুদ্ধে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ১,৪২,০০০ ইউরো প্রদান করে। এরোস্কি ২০০২ইং সালে থেকেই জাতিসংঘের গ্লোবাল কমপেক্ট এর সহযোগীতায় স্পেনের সামাজিক দায়বদ্ধতা, পরিবেশ বান্ধব ও শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরোস্কি ২০১৫ইং সালে নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় ৩৭,০০০ ইউরো প্রদান করে।

Euro Coop

১৯৫৭ইং সালে ইউরোপের কনজিউমারস্ কো-অপারেটিভস এর সমন্বয়ে গঠিত হয় Euro Coop যা ছিল EC (ইউরোপীয় কমিশন) কর্তৃক স্বীকৃত অন্যতম ১ম NGO বা বে-সরকারী সংস্থা। Euro Coop এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের কনজিউমারস্ কো-অপারেটিভ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা। বর্তমানে ইউরোপের ১৯টি রাষ্ট্র Euro Coop এর সদস্য। Euro Coop এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এ। Euro Coop এ রয়েছে ৫ হাজার সমবায় স্বত্তা। ইউরোপের ৩৬ হাজার বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে Euro Coop ৩২ মিলিয়ন কনজিউমারস কো অপারেটিভ সদস্যদের প্রতিদিন সেবা প্রদান করে থাকে। Euro Coop-এর বার্ষিক আয় ৭৯ বিলিয়ন ইউরো। Euro Coop-এ বর্তমানে ৫ লক্ষ কর্মচারী কাজ করছে। Euro Coop এর মহাপরিচালক Mr. Todor Ivanov এর মতে Euro Coop এর ৫ সদস্য তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের মার্কেট লিডার– SOK Finland ৪৭%, Coop Italy ২১%, CoopDenmark ৩৭%, Coop Jednota Slovakia ২০%, এবং Coop Estonia ২০%। (তথ্য: https://www.thenews.coop/93231/sector/retail/qa-what-lies-ahead-for-european-co-ops/)

Euro Coop এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট Mr. Massimo Bongiovanni (Coop Italy) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Juhani Ilmola (SOK, Finland) (তথ্য : বাৎসরিক রিপোর্ট Euro Coop 2016).

....

Bibliography / References :
1. Internet (numbers of sites related to coops).
2. Coop Norden Annul Report-2003
3. Euro Coop Annual Repot-2012
4. Eroski S. Coop (Spain) Annual Report 2015
5. Scandinavian Retail Cooperatives led in sustainability Index 2015
6. SOK (Finland) Annual Report -2016
7. Euro Coop Annual Report 2016
8. Sustainable Brand Index Ranking Sweden 2016
9. Success story of Coop Italia
10. Cooperation from Christian Jakobsson, former Manning Director of INTERCOOP
11. Cooperation from Kai Ovaskain, Communications Director of SOK, Finland
12. Cooperation from Nana Kjaer, The Danish Environment Protection Agency, Ministry of Environment and Food of Denmark.

....

এম এম মোর্শেদ : যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানীতে কর্মরত

Euro Coop, ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

মহিলা সমবায়ীদের আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব

একটি পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষা

হরিদাস ঠাকুর

সারসংক্ষেপ
'মহিলা সমবায়ীদের আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব'– বিষয়ক গবেষণা কর্ম বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির একটি সময় উপযোগী ও চাহিদা পরিপূরক পদক্ষেপ। গবেষণাটি ২০১৬ সালে সম্পাদিত হয়েছে। এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম ইতোপূর্বে একাডেমিতে সম্পাদিত হয়নি বিধায় এ গবেষণার মাধ্যমে সমবায় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে, কারণ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকার্যকর ও ফলপ্রসু সমবায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে সহায়তা করেছে।

সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ী তথা জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। মূলতঃ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সংগঠিত করে তাদের উন্নয়নের স্রোতে আনয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাই সমবায় অধিদপ্তরে মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে সমবায় প্রশিক্ষণের একটি মৌল দিক হচ্ছে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ তথা আইজিএ প্রশিক্ষণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা। বিগত ১০ বছরের পরিসংখ্যান আমাদেরকে সমবায় প্রশিক্ষণের বাক্ পরিবর্তনের কথাই জানান দেয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক তার ইতিহাসে প্রথম বারের মতো সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে সমবায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তন ধারা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা, প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল, প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা, প্রশিক্ষণের দূর্বলতা, সবলতা, গুণগতমান, আয়ের বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত ও সুপারিশ পাওয়া গেছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যতের জন্য একটি গাইডলাইনের কাজ করবে বলেও আমরা মনে করি। এ গবেষণা পত্রে আইজিএ প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলও উপস্থাপিত হয়েছে।

১. ভূমিকা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সমবায় অঙ্গনের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং এর অধিভুক্ত ১০টি সমবায় ইন্সটিটিউট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নির্বাচিত সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়ভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা অর্জন ও আন্তঃসমবায় সংযোগ পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণাপ্রাপ্ত সমবায়ীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য

সংখ্যক মহিলা প্রশিক্ষণার্থী আছে যারা আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ পায়।

বেকার সমস্যার সমাধান, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণের উপর সরকারের কমিটমেন্ট/নির্দেশনা রয়েছে। সরকারের এই কমিটমেন্ট ও নির্দেশনার সাথে একাত্ম হয়ে সমবায় একাডেমি আইজিএ প্রশিক্ষণকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে কোর্স কারিকুলাম ও ক্যালেন্ডার প্রনয়ন করে চলেছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরকেও অধিক সংখ্যায় আইজিএ কোর্সে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মহিলারা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কীভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে তা যাচাইয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরবর্তী উৎকর্ষতা আনয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাটি তাই প্রয়োজনের নিরিখে চাহিদার আলোকে সময় উপযোগী একটি ইতিবাচক কাজ।

বিশ্বের অসংখ্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশে সমবায় আন্দোলকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে হলে তাই কর্মমুখি ও উৎপাদমুখি সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ এই কর্মমুখি ও উৎপাদমুখি সমবায়ের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হতে পারে। আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা”। আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।’ এ প্রেক্ষিতে সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি সমবায় প্রশিক্ষণের বিশেষ আইজিএ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে।

২. সমবায় সেক্টরে আইজিএ প্রশিক্ষণের প্রেক্ষাপট

আইজিএ বা আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ বর্তমান সময় ও চাহিদার আলোকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। দক্ষতা বৃদ্ধি ও একই সাথে কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ/আত্ম) আইজিএ প্রশিক্ষণের মৌল বৈশিষ্ট্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারও আইজিএ প্রশিক্ষণকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব আমরা উপলব্দি করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মূখ্য সচিব (বর্তমানে এসডিজির মূখ্য সমন্বয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের সঞ্চালনায় বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ‘সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে’ গৃহীত ২য় সিদ্ধান্ত থেকে। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে ‘সমবায়ীগণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের আয়োজন প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর এ জন্য চাহিদা নিরুপণ করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবে।’

বিগত সময়ের তুলনায় বর্তমানে সমবায় প্রশিক্ষণের গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন এসেছে। তাত্ত্বিক সমবায় প্রশিক্ষণ (ব্যবস্থাপনা/হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি) এর পাশাপাশি প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ বর্তমানে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। বিগত ১০ বছরে আমরা প্রশিক্ষণের এই ধরন পরিবর্তনের ক্রমধারা লক্ষ্য করছি। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সমবায় অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে বিগত ১৩/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির টার্গেটি হিসেবে বলা হয়েছে– (১) ২৭,০০০ জনকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৯,২৫০ জন মহিলাকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা। (২) সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। (৩) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত মান বৃদ্ধি করা। মহিলা সমবায়ীদের উপরোক্ত টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষণের প্রভাব যাচাই করা। এসব কার্যক্রম সমবায় প্রশিক্ষণে নতুন মাত্রা আনায়ন করবে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেণার সাধারণ উদ্দেশ্য মহিলা সমবায়ীদের উপর আইজিএ প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন করা। অন্যদিকে গবেষণার সুনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যাবলী হলো : (১) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ; (২) প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করা; (৩) প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের উপকারিতা নিরুপণ; (৪) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় বের করা; (৫) আইজিএ প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসু করার উপায় বের করা; (৬) প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা আইজিএ প্রশিক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ কৌশল সুপারিশ করা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি :

আলোচ্য গবেষণাটি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের (Primary and Secondary) তথ্য নির্ভর গবেষণা। আধেয় বিশ্লেষণ ও প্রশ্নপত্র আলোচনা/জরীপ এবং কেস স্টাডি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র আলোচনা/জরীপ এবং কেস স্টাডি মূলতঃ প্রাথমিক উৎস্যের তথ্য এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার এবং বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য সূত্র (বই, গবেষণা নিবন্ধ, সংবাদপত্র, সাময়িকী, জার্নাল ইত্যাদি) সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রাফিক্যাল ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্যগুলো পরিবেশন করা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বের গবেষণালব্ধ ফলাফলকেও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার জরীপ কাজের জন্য সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ধরনের প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনা হিসেবে আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মহিলাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংগঠিত প্রশ্নপত্র হলো এমন এক ধরনের প্রশ্নপত্র যেখানে সম্ভাব্য উত্তর গবেষক পূর্ব থেকে চিন্তা করে প্রশ্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। উত্তরদাতা সেই সীমিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে অনেক সময় (টিক) চিহ্ন দিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে থাকেন। (আহাদুজ্জামান, ২০০১, পৃ.২০০)। অন্য দিকে অসংগঠিত প্রশ্নপত্র হলো এমন এক ধরনের প্রশ্নপত্র যেখানে গবেষক কোনরূপ উত্তর লিখে রাখেন না। এতে উত্তরদাতা ইচ্ছামতো উত্তর দানের সুযোগ লাভ করেন। (আহাদুজ্জামান, ২০০১, পৃ.২০১)

৫. গবেষণালব্দ তথ্য উপাত্ত ও প্রাপ্ত ফলাফল :

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে বর্তমানে ১৫টি ট্রেডে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব ট্রেড হলো– সেলাই, ব্লক বুটিক, মাশরুম, পোল্ট্রি, ইলেট্রিক্যাল, ক্রিষ্টাল, মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার, হাঁস পালন, গবাদি পশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌচাষ, প্লাম্বিং, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প। এই গবেষণায় সময় ও বাজেটগত বাধার কারণে একই সঙ্গে ১৫টি ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে জরীপ করাটা বাস্তবসম্মত ছিল না। তাই ৭টি ট্রেডের (সেলাই, ব্লক বুটিক, মাশরুম, ক্রিষ্টাল, কম্পিউটার, মৌচাষ এবং মৃৎশিল্প) ৪১০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের আওতায় ৭ টি বিভাগের ২০ টি জেলার (কক্সবাজার, রাঙামাটি, কুমিল্লা, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা, সাতক্ষীরা, যশোহর, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ) মোট ২,৭০৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৪১০ জনকে (১৫.১%) উত্তর দাতা হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল উদ্দেশ্যমূলক স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে।

গবেষণা কার্যক্রমে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জরীপ, কেস স্টাডি, অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ এবং কর্মশালার দ্বারা তথ্যাদি পাওয়া যায়। এসব তথ্য উপাত্ত থেকে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উপর আইজিএ প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বেরিয়ে এসেছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো–

১. ১৮-৪০ বছরের মহিলাদের মধ্যে আত্মকর্মী হবার প্রবণতা ও আগ্রহ বেশি।

২. বিবাহিত (৫৭.৬%) ও অবিবাহিত (৪২.৪%) উভয় ধরনের মহিলারাই আইজিএ কোর্সের মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে।

৩. ব্লক, বুটিক (৪২.৯%) ও সেলাই (২৯.৮%) প্রশিক্ষণের প্রতি মহিলাদের আগ্রহ বেশি।

৪. ৭৮.৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রক্ষিণের মেয়াদকাল ৫ দিন যথেষ্ট নয়। বর্তমানের ৫ দিনের মেয়াদকালের পরিবর্তে ১০ দিনের মেয়াদালের হওয়া উচিত বলে তারা জানিয়েছেন।

৫. আধুনিক উপকরণ এর অভাব ছিল (৩৪.৪%) এবং ব্যবহারিক ক্লাস কম ছিল (২৩.৭%) বলে অভিমত পাওয়া গেছে।

৬. প্রশিক্ষণের পর ৭৪.৯% কর্মে নিয়োজিত হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৭. নিজস্ব সমবায় সমিতি ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ পাবার সুযোগ কম ছিল বলে জানা যায়।

৮. উদ্যোক্তা হবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বিদ্যমান। (নিজস্ব মূলধনের অভাব; অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা; উপকরণ/লজিস্টিক এর অভাব; বাজারজাতকরণের সমস্যা; উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওয়া ইত্যাদি)।

৮. গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশমালা :

গবেষণার মাধ্যমে সমবায় সেক্টরে আইজিএ প্রশিক্ষণকে আরও ফলপ্রসু ও কার্যকর করার জন্য বেশকিছু মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য মতামত ও সুপারিশ হলো :

- সময় ও চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- যুযোগযোগী প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করে

তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

- প্রশিক্ষণ উপকরণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বাড়াতে হবে।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা (সফট লোন/বাজারজাতকরণ/উপকরণ/প্রযুক্তি ইত্যাদি) জোরদার করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী তদারকী ও ফলোআপ এর শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল কমপক্ষে ১০ দিন করতে হবে।
- উৎপাদনমুখি কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উদ্যোক্তার পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য লিংকেজ (সমবায়ী-সমবায়ী/সমবায়ী-অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; আন্তর্জাতিক বাজারের সংযোগ ইত্যাদি) স্থাপন করতে হবে।
- উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরী করতে হবে।
- অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ চাহিদার উপর গবেষণা করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কোর্স কারিকুলাম ও ট্রেড নির্ধারণ করতে হবে।

৯. মডেল আইজিএ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

গবেষণা কার্যক্রম থেকে সমবায়ীদের আইজিএ প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য একটি মডেল আইজিএ ট্রেনিং অ্যাকশন প্লান সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত প্লানটি নিচে দেওয়া হলো।

১০. উপসংহার

মহিলা সমবায়ীদের আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব একটি প্রায়োগিক গবেষণা কর্ম। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । এই ক্রান্তিকাল উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সমবায়কে একটি উৎপাদনমুখি-কর্মমুখি– সার্বিক উন্নয়নের প্লাটফরম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আয়বর্ধনমুলক বা আইজিএ প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইজিএ প্রশিক্ষণ রাখতে পারে যুগান্তকারী ইতিবাচক ভূমিকা। বর্তমান গবেষণা কর্মের ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য একটি গাইডলাইনের কাজ করে সমবায় প্রশিক্ষণকে তার কাংখিত অবস্থানে নিয়ে যাবে এ প্রত্যাশা তাই সঙ্গত কারণে করাই যায়।

....

হরিদাস ঠাকুর : অধ্যক্ষ, উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নরসিংদী।

প্রশিক্ষণের ধাপ	কার্যক্রম	কর্তৃপক্ষ	উদ্দেশ্য	দায়িত্ব	সংযোগ সাধন
প্রাক প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি	প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন	সমবায় অধিদপ্তর, বাসএ ও আসপ্রই	কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ	সমবায় অধিদপ্তর, বাসএ ও আসপ্রই	সমধর্মী অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর সংযোগ
	প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইন	সমবায় অধিদপ্তর, বাসএ ও আসপ্রই	কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	সমবায় অধিদপ্তর, বাসএ ও আসপ্রই
	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও মনোনয়ন	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়	কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন	নীতিমালা/গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়	কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অধিভুক্ত জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়
	প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজ তৈরি	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	ভবিষ্যতের যোগাযোগ ও ফলোআপ কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও সংশ্লিষ্ট আসপ্রই।
	প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান (উপকরণ/প্রযুক্তি ইত্যাদি)	সরকার/সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ	প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা	সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ	সরকার/সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ও তদারকী	বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
	কেস স্টাডি	বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
	গবেষণা/সমীক্ষা	বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	সমবায় অধিদপ্তর/ বাসএ/ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

রূপকল্প ও কল্পনার রূপ

সমবায় আন্দোলনের গতিপথ

মো. জিয়াউল হক

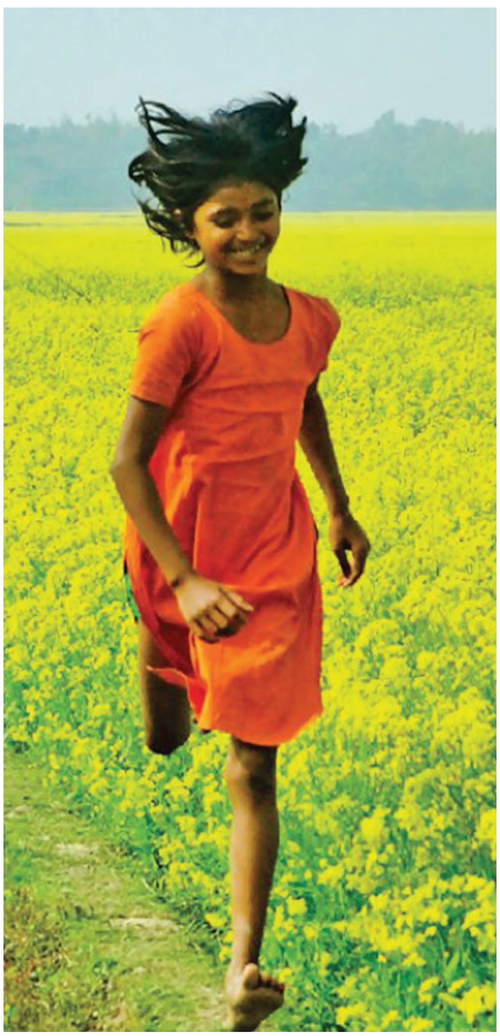

স্বপ্নই মানুষকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। আমাদের অনগ্রসরতার নানাবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হলো স্বপ্ন দেখতে না পারা। আমরা স্বপ্ন দেখতে জানি না। ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চলছি। এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কখনো স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙছে তখন মনে হচ্ছে ও...এটা তো বাস্তব নয় স্বপ্ন। স্বপ্নের ঘোরে পেট ভরে মিষ্টি খেয়ে জেগে উঠার পর মিষ্টির স্বাদ কল্পনায় অনুভব করার মধ্যে আত্মতুষ্টি খুজছি। কিন্তু এ স্বপ্ন যে অর্থহীন, ঘোর কেটে যাওয়ার পর এর যে আর গুরুত্ব নেই তা অনুধাবন করতে করতে অন্যরা বাস্তবতার দৌড়ে অনেক দূর এগিয়ে। স্বপ্ন নিয়ে ভারতের প্রয়াত রাষ্টপতি এ পি জে আব্দুল কালামের বিখ্যাত উক্তি রয়েছে তা হলো "মানুষ ঘুমিয়ে যা দেখে তা স্বপ্ন নয় বরং যা তাকে ঘুমাতে দেয় না তাই স্বপ্ন" ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা কিছু স্বপ্ন দেখলেও তা আবার বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণের পথ থেকে সরে দাড়াই। ৫ম/৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রকে তার ভবিষ্যত স্বপ্ন কি প্রশ্ন করা হলে সে উত্তরে বলবে বড় হয়ে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার /পাইলট হবে। এই ছেলেটিই যখন এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে উঠবে তখন তাকে প্রশ্ন করা হলে সে আর পূর্বের উত্তরটি আর বলবে না বরং সে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পরবর্তী রেজাল্ট অনুসারে সিদ্বান্ত নেবে বলে উত্তর দিবে। যদি সে পূর্বের দেয়া উত্তরটির উপর অটল থাকতে পারতো এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারতো তা হলে স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব হতো। স্বপ্নই ভবিষ্যতের উৎকর্ষতার পথ প্রসারিত করে। আমরা রাইট ভাতৃদ্বয়ের পাখি দেখে আকাশে উড়ার স্বপ্নের কথা জানি তাদের স্বপ্ন দেখার ফলই হলো বর্তমান উড়োজাহাজ, যা হাজার হাজার মাইল পথ উড়ে পাড়ি দিচ্ছে।

মানুষের সর্বোচ্চ চাহিদা হলো সুখ। সে অর্থ চায়, বাড়ী চায়, গাড়ী চায়, আরো অনেক কিছু চায় শুধু মাত্র সুখের জন্য। সমাজের সকলকে নিয়ে উন্নতি করার পরিবর্তে শুধু নিজের উন্নয়নের চিন্তায় বিভোর থাকার মধ্যে যে সুখ নেই এই বোধটুকুও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই সুখের মানদন্ড শুধু অর্থ বা টাকা নয়, সকলে মিলে সুখ-দুঃখে একসাথে থেকে সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমেই যে প্রকৃত সুখী হওয়া যায় সমবায় তাই শিক্ষা দেয়। এক কথায় বলা যায়, একে অপরের মাঝে সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে নেয়ার নামই সমবায়।

সমাজের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব ব্যাপক। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমাজে একতা তৈরি, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব তৈরি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন ইত্যাদিতে সমবায়ের ভূমিকা যথেষ্ট। একা সুখি হওয়া যদিও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তথাপি বর্তমান সমাজে ক্রমেই একা পথ চলার প্রবণতা বেড়েছে। সকলে মিলে উন্নতি করার পরিবর্তে মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। যা সমজে অশুভ প্রতিযোগিতার পথ প্রসারিত করছে। বর্তমানে কিছু মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে বটে কিন্তু সমাজের সুখ-শান্তি ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। "আমরা সুখী হতে অর্থ চাই কিন্তু সুখহীন অর্থ চাই না" তাই সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের নিমিত্তে প্রয়োজন সুস্থ ধারার সমবায় আন্দোলন। যার শ্লোগান হতে পারে–

"আসুন সমবায় করি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ি"।

জার্মানীর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নার্কস দারিদ্রতার দুষ্ট চক্রের যে তত্ত্ব দিয়েছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন দারিদ্রতার মূল কারণ হলো পুজির স্বল্পতা। সমবায় সমিতি হলো পুঁজি গঠনের একটি হাতিয়ার। এদেশে সমবায়ের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের বটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু সমবায় সমিতি শুধু ঋণ নির্ভরতার কারণে তারা সমবায় আন্দোলনকে প্রফেসর নার্কসের দারিদ্রতার দুষ্ট চক্র ভাঙ্গার মুল হাতিয়ার পুঁজি গঠনের বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গুটি কয়েকজনের ঋণের ব্যবসাক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেছে। যা সমবায় আন্দোলনের মূল গতিপথকে কলুষিত করেছে। আবার যে সমিতিগুলি নিয়ম মেনে যথারীতি পুঁজি গঠন করছে তারাও যে ধারায় ঋণ কার্যক্রম করছে তা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। বিভিন্ন এনজিও এবং সমবায় সমিতিগুলো ১৫% সুদে ঋণ কার্যক্রম চলছে বলে সমাজে প্রচলিত। অথচ সরল সুদের হিসাব বাৎসরিক হিসেবে আদায় যোগ্য, সাপ্তাহিক বা মাসিক হিসেবে নয়,

সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হলে সুদের হার নিশ্চয়ই তা ১৫%-এর চেয়ে বেড়ে যাবে। শুধু ঋণভিত্তিক সমিতিগুলো যখনই ক্লোজ করতে যাবে তখনই বিনিয়োগের একটি অংশ অনাদায়ী থেকে যাবে যা সমিতিকে ক্ষতির মুখমুখি এনে দাঁড় করায়। আবার ধর্মীয় দিক বিবেচনা করলে সুদভিত্তিক কার্যক্রমকে কোন ধর্মই অনুমোদন করে না। ইসলাম ধর্ম কঠিনভাবে নিষেধ করে এবং সূদের সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পরকালে কঠিন আযাবের কথা বলা হয়েছে। তাই সমিতির টেকসই উন্নয়ন ও সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে শুধু ঋণ কার্যক্রমভিত্তিক সমিতি নয়, উৎপাদনমূখী সম অংশগ্রহণমূলক সমবায় সমিতি গঠন এখন সময়ের দাবি।

এদেশের স্বাধীনতার চলিশ বছরের অধিক কাল অতিক্রান্ত, বিভিন্ন সময়ে সরকারের তিন বছর অথবা পাঁচ বছর মেয়াদি কিছু পরিকল্পনা থাকলেও তাকে স্বপ্ন বলা যায় না। বর্তমান সময়ে এসে সরকার ২০২১ সালে এদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে যা “Vision 2021” বা “রূপকল্প ২০২১” নামে পরিচিত। এই ভিশনে পৌঁছতে হলে সরকারের প্রতিটি দপ্তরের পরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই সে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। সমবায় অধিদপ্তর “ভিশন ২০২১” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বটে। তবে সমবায় সমতি গঠন থেকে শুরু করে সমিতি তদারকি, অডিটকরণ, বিরোধ নিস্পত্তি, নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি বিধিবদ্ধ কাজের মাধ্যমে গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকলে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই ভোগবাদী সমাজের স্বার্থান্বেসী মহাজনী কায়দায় পথ চলা নয়, সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতিকে হতে হবে শান্তির ও সমদ্ধির ফেরিওয়ালা।

সমবায় দপ্তরের কাজকে নিম্মোক্ত ভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে।

- গ্রাম-শহর সর্বস্তরে মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে নয় সমবায়ভিত্তিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি গঠন করা।
- সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করণ।
- সমিতির পুঁজি গঠনে সরকারি সহায়তা প্রদান।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির নৈতিকতা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সাধারণ সদস্যগণের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উৎপাদন কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন।
- এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক সমবায়ীগণকে সহযোগিতা প্রদান।
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা বিদেশী সংস্থাকে সমবায়ীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করা।
- সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করণ।
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান। প্রয়োজনে চেইন সপ তৈরি।
- সকল সমবায় পণ্যের একটি কমন ট্রেডমার্ক প্রদান।
- সমবায় দপ্তরের পাশাপাশি প্রতিটি সমবায় সমিতির একটি ভিশন-মিশন তৈরিতে সহায়তা করণ।
- কৃষি নির্ভর জনসংখ্যার আধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শিল্পের বিকাশ সাধনে সহায়তা করণ। সর্বোপরি
- সমবায় দপ্তরকে জনগণের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে সরকারের একটি উপযুক্ত সেবা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে তৈরি করা।

পরিশেষে বলা যায়, ঋণ করে ঘী খাওয়া নয় নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে পুঁজি গঠন করে বিনিয়োগ করে এগিয়ে যাওয়া-ই সমবায়ের মূল কথা। একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে সম্মিলিত প্রয়াসই সফলতার পথে প্রধান সহায়ক। এককভাবে সুখভোগ নয় সকলে মিলে সুখ-দুঃখের ভাগ করে নেয়াই প্রকৃত সুখ। তাই আসুন সবাই মিলে সুখী সমাজের কল্পনার রূপ দেই এবং নিজে সুখী হওয়ার স্বার্থেই সমবায়ের পথ ধরে তা বাস্তবায়ন করি।

....

মোঃ জিয়াউল হক, অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক), আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া।

সমবায়ের প্রি নিবন্ধন

একটি প্রস্তাবনা

এস.এ.মাহমুদী (সাব্বির)

সমবায় একটি শেফালী ফুলগাছ। এর যৌবন আসে তাড়াতাড়ি, বৃদ্ধ হয় দেরীতে। অর্থাৎ ফুল ফুটে আর ঝরে। এটাই এর সৌন্দর্য্য। গত এক দশকে শত শত সমিতি রেজি: হয়েছে তার কতগুলো টিকে আছে এর একটি পরিসংখ্যান নিলেই ব্যাপারটি স্বচ্ছ হবে। এই শেফালী ফুল গাছ থেকে মাঝে মাঝে কতগুলো কাঠালীচাপাঁ ফুল হয়ে উঠা গাছ দেখা যায় । বিজ্ঞানের যুগে এদেরকে শংকরায়ণ প্রজাতি ও বলা যায়। এরা অন্যের উপর ভর করে ডালপালা ছড়ায়। তীব্র গন্ধ ছড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু ফুলের অস্তিত্ব খুজে পেতে কষ্ট হয়। এরা যা না তার চেয়ে বেশি বলে মনে করে নিজেদেরকে ।

পাঠকগণ এই রূপক কথাগুলো হয়তো বুঝতে পারছেন যারা এ জগতে বিরাজ করেন। একটা বিশেষ সেমিনারে সমবায়ের বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন "আকশে যত তারা সমবায়ে তত ধারা"। আমি বলছি বাংলাদেশে এত বেশী সমবায় (নিবন্ধন প্রাপ্ত) যা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে হয়ত নাই। প্রশ্ন হচ্ছে শিশু মৃত্যু হারের সাথে তাল মিলিয়ে "সমবায়ের শিশু মৃত্যুহার" এত বেশী কেন? আমরা কি একবার ভেবে দেখবো ?

এর উত্তর খুজতে গেলে দেখা যাবে শরষের মধ্যে ভুত। যে শিশু মারা যাচ্ছে, আদতে তার জন্মই হয়নি। আমরা নিবন্ধন দিয়ে সমবায়ের জন্ম বিবেচনা করি। বাস্তবেই কি বিষয়টি ঠিক? আমাদের দেশে সমবায়ের সংজ্ঞা আর I.C.A এর সমবায় সংজ্ঞা মতে সমবায় হয়ে গেছে দু'টা। যেমন :

I.C.A সংজ্ঞা : স্বেচ্ছা প্রণোদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের ঐক্য বা একতার মাধ্যমে সংগঠিত একটি স্বশাসিত-স্বায়ত্বশাসিত বা স্বাধীন সংগঠন, যা ঐ জনগোষ্ঠীর কমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বা উচ্চাভিলাষ পূরণের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত। I.C.A এর সংজ্ঞায়িত সমবায় করলে এর বিশ্লেষণটা নিম্নরূপ :

- একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি।
- তাদের স্বশাষিত, স্বায়ত্বশাষিত একটি সংগঠন।
- চাহিদা বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উচ্চাভিলাস।
- যৌথ মালিকানা ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন।
- পেশাদারী ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন হচ্ছে,এই ৫টি বিষয়ের একটি ও কমতি থাকলে তাকে আমরা সমবায় বলব কি না। এই ৫টি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ভেতর। আর তা না থেকে কতগুলো দলিল দস্তাবেজ, উপবিধি, নিবন্ধন সার্টিফিকেট, একটি অফিস ইত্যাদি সমবায়ের সংজ্ঞায় প্রধান বিবেচ্য কি না। এছাড়াও সমবায় এর মূল্যবোধ, আস্থা, বিশ্বাস, মূলনীতি ও মৌলিক স্বার্থ ইত্যাদি খুজে পাওয়া অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের ডালের পানিতে ডাল খুজে বেড়ানোর মত।

বাংলাদেশ : ২০ জন সদস্যের একটি প্রতিষ্ঠান যারা এদেশের নাগরিক এবং নানা ধরনের পেশা, বয়স ও মতে বিভক্ত হয়ে নিজের নাম মাত্র অর্থ জমা দেখিয়ে অন্যের অর্থের পোদ্দারীর লক্ষ্যে কতগুলো রেজিষ্টার এবং ছক পূরণ করার মাধ্যমে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন প্রপ্ত হয়। আর নিবন্ধিত সমবায়ে এর বিশ্লেষণটা নিম্নরূপ। জেলা সমবায় অফিসে নিবন্ধন করার জন্য যে Requirement দেয়া আছে তা হচ্ছে :

১. নির্ধারিত আবেদনপত্র ।

২. ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নিবন্ধন ফি (কোড নং ১-৩৮৩১-০০০০-১৮৩৬) এবং উক্ত ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট হিসেবে

৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা (কোড নং ১-১১৩৩-০০০০-০৩১১) এ চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় জমা দিয়ে চালানের মূল কপি আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৩. আবেদনকারী সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত তিন প্রস্থ উপ-আইন।

৪. সমবায় সমিতি নিবন্ধনে আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভার রেজুলেশন।

৫. আবেদনাকারী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্মনিবন্ধন সনদ।

৬. প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ছবিসহ নামের তালিকা।

এগুলো যোগাড় করে অতি সাহসের সাথে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার সাথে সাথেই পরীক্ষক আমার নম্বর পত্রের ফলাফলটি বলে দিবেন "আপনিতো ৩৩ এ ১৫ পেয়েছেন অর্থাৎ পাশ করেন নাই"। আমি যত কষ্ট বা চেষ্টাই করি না কেন নিবন্ধন এর ধারে কাছেও যেতে পারবো না। কারণ এর সাথে আরও যোগাড় করতে হবে

১. প্রাথমিক সভার ছবি (সভা না হলেও দেখানো)

২. সমবায়ে প্রি নিবন্ধন প্রশিক্ষণের ছবি

৩. অফিস ভাড়া নেয়ার চুক্তিপত্র

৪. সদস্যদের National I.D.কার্ড এর প্রমাণপত্র (প্রমাণের জন্য কাউন্সিলরের সার্টিফিকেট)।

এর পরও রহস্যের শেষ নাই। এগুলো যোগাড় করার কিছু বিকল্প পদ্ধতি আছে তার জন্য আছে বিকল্প ব্যবস্থাপনা। আমি আর সে আলোচনায় নাই গেলাম। কারণ এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। তারপরও আজ অন্য একটি মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলার লোভ সামালাতে পারছি না। সমিতির "বিদেশ নয় স্বদেশ" প্রকল্পের অটো রিকসা নিবন্ধনের জন্য BRTA এর শরনাপন্ন হলাম। পরিচিত এক বন্ধুকে পেয়ে গেলাম খোদ পরিদর্শক হিসাবে। বুকের ছাতি বড় করে নতুন অটোরিক্সা নিয়ে যাই নিবন্ধনের জন্য। বন্ধু গাড়ী দেখে আর কিছু Objection লিখে দেয়। পরের Date এ আবার পরিদর্শন আবার কিছু Objection এক পর্যায়ে ব্যাটারী, Indicator, wiper ইত্যাদি ঠিক করে দেখানোয় দায়িত্ব পেলাম যা প্রায় অসম্ভব। কারণ এগুলো কখনও ঠিক হবে না বিষয়টি পরিক্ষীত। বুঝতে পারলাম বন্ধু আসল কথাটি বলতে পারছে না। আমি বুঝে নিলাম আমার পরিণতির কথা।

এবার দেখা যাক কোনটিকে আমরা সমবায় বলবো। আমাদের দেশে সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী সমবায়কে সংজ্ঞায়িতই করা হয়নি। তবে আমরা কিসের জন্য আইন করছি? যার কোনও সংজ্ঞা নেই, ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না। শুধু বাতাস লাগার মত অনুভব করা যায়। তাও আবার শীতল সমীরন নয় একেবারে গরম টাটকা হাওয়ার মত। সুতরাং সমবায়কে খুঁজে পেতে মূলে ফিরে যেতে হবে। ভাবতে হবে, আমরা সমবায় বলবো সংজ্ঞায়িত সমবায় না নিবন্ধিত সমবায়কে। আর সংজ্ঞায়িত বা বিশেষায়িত সমবায় করতে গেলে আইনে সমবায় সংজ্ঞাকে স্থান দিতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এতে করে কি সমস্যা মিটবে ?

এবার আসা যাক মূল কথায় সমস্যার সমাধান কোথায় ? এ বিষয়ে আমার মতামত বা সুপারিশ হচ্ছে নিম্নরূপ :

- সমবায়ে প্রি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।
- এ পর্যয়ে ২০ জনের পক্ষে ২ জন উদ্যোক্তা বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এর ধারণাসহ নিবন্ধন প্রস্তাব দিবেন।
- নিবন্ধক যখন দেখবেন উদ্যোক্তা এবং তার দল গঠন করার সম্ভাবনা। সমবায়ে ধ্যান-ধারনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর ধারনাপত্র এর গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে তখন এর একটি ছাড়পত্র দিবেন।
- উক্ত ছাড়পত্র নিয়ে "প্রস্তাবিত" সমবায় তার কর্যক্রম শুরু করবে।
- এ কর্যক্রম চলতে চলতে ২ বছরের মধ্যে সমিতি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং নিবন্ধন Commitment পুরো করবেন।
- নিবন্ধক যখন দেখবেন সমিতিটি সমবায়ের সংজ্ঞা ধারণ করে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বন্ধুর পথ চলতে পারবে তখন চূড়ান্ত নিবন্ধন সনদ দিবেন।

> নিবন্ধক যখন দেখবেন সমিতিটি সমবায়ের সংজ্ঞা ধারণ করে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বন্ধুর পথ চলতে পারবে তখন চূড়ান্ত নিবন্ধন সনদ দিবেন

চূড়ান্ত নিবন্ধন এর পূর্বে যা যা যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তাকে ৩টি পর্বে ভাগ করা যায় :

১ম– প্রশাসনিক বা পেশাদারিত্ব

- একজন ম্যানেজার/সচিব পর্যায়ে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন।
- যিনি সমিতির সকল Document সংরক্ষণ ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে পরেন।
- প্রয়োজনে তিনি একজন সমবায়ে Enlisted person হিসেবে গ্রহনযোগ্য বা পেশাজীবি হবেন।

২য়– সমবায় আত্মস্থ করা

- এর পাশাপাশি উদ্যোক্তা এবং সদস্যগণ সমবায়ে সংজ্ঞা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিমালা ইত্যাদি আত্মস্থ করবেন।
- ব্যবসা এবং সমবায় ব্যবসার পার্থক্য বুঝতে পারবেন ।
- সে প্রেক্ষিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে এর প্রভাব কতটুকু ফেলতে পারবেন তা নিশ্চিত করবেন।

৩য়– আইন ও নিয়মাবলী

- পরবর্তি পর্যয়ে সমবায় আইন ও বিধির সাধারণ বিষয়গুলো জানবেন এবং সে অনুযায়ী চলবেন।

এর পর ও সমবায়কে দু'টি বিভাজন করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ পেশাদারিত্ব : যে সকল সমবায় বিভিন্ন সমবায় উদ্যোগ ও বাণিজ্য পরিচালনা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ অপেশাদারী বা আইনী সমিতি : যে সকল সমবায়ে শুধুমাত্র নিজেদের একটি দলকে সমবায় কাঠামোতে রাখতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন।

চূড়ান্ত নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অপেশাদারী পর্যায়ে নিবন্ধন দিয়ে রাখতে পারেন। যখন দেখা যাবে এরা পেশাদারী হতে চাচ্ছেন তখন দ্বিতীয় পর্যয়ে নিবন্ধন নিশ্চিত করবেন।

এভাবে সমবায়ে নিবন্ধন কর্মসূচী করার পাশাপাশি প্রি-নিবন্ধিত সমিতি দেখাশুনা এবং গড়ে তোলার বিষয় ভাবা যেতে পারে। এর ফলাফল যে আশাব্যাঞ্জক তা আমি হলফ করে বলতে পারি। আর তা হচ্ছে "এক অফিসার এক সমিতি" এক্ষেত্রে সমবায়ে যত কর্মকর্তা আছেন তাদের ব্যক্তিগত সারা জীবনে একটি মডেল সমিতি করার দায়িত্ব বা অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হতে পরে নিম্নোক্ত বিষয় :

- প্রতি কর্মকর্তার A.C.R-এ তার গড়া একটি সমিতির নাম উল্লেখ থাকবে।
- সেই সমিতি জন্ম দেয়া থেকে ধারাবাহিক সকল কাজই তিনি ইন্টার্নীশিপ পদ্ধতি গড়ে তুলবেন।
- তিনি এর বিশেষ Monitor বলে বিবেচিত হবেন।
- বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এটি অন্য কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করবেন।
- সারা জীবনে একটি সমিতি করলেও দেশে ৫/৬ হাজার সমিতি মডেল হয়ে থাকবে।
- এর অনুকরণে গড়ে উঠবে হাজারও সমিতি।

ইত্যাদি নানা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে সমবায় এর দিন ফিরে আসে কি না ।

....

এস.এ.মাহমুদী (সাব্বির) : সমবায় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, কিংশুক বহুঃ সমবায় সমিতি লিঃ

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে

কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতি গঠনের পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে সনেট কবিতার অর্ন্তভুক্তির জনক কবি মাইকেলের ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদ বিধৌত যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা। অপূর্ব অবয়বে গঠিত কপোতাক্ষ নদের পাড় ঘেষে গড়ে উঠেছে চৌগাছা উপজেলা। এই প্রাচীন জনপদের মানব সম্পদের অর্ধেকের বেশী নারী সমাজ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই নারী সমাজ যখন সমাজে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সুযোগের অভাবে পারছে না নিজেদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধ।" সম্ভবত কবিগুরু সুযোগের অসাম্যের কথাই বলেছেন। আর ঠিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সভাপতি জনাব কাজল রেখা দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় গ্রামের ২৯ জন নারী সদস্যের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন। যা পরবর্তীতে জেলা সমবায় দপ্তর, যশোর থেকে ৬৭/জে নং নিবন্ধনমুলে ০১/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধিত ঠিকানা– গ্রাম : নারায়নপুর, ডাক : নারায়নপুর, উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর। সমিতির কর্মএলাকা : সমগ্র চৌগাছা উপজেলাব্যাপী।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

২. দারিদ্র বিমোচন স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

৩. সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভূমিকা নেওয়া।

৪. বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।

৫. সভ্যগণের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভোগ্য পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা।

৬. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড

'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “মুক্তি” কবিতায় চিরায়ত বাংলার নারী সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এ সমিতির সদস্যগণ গৃহস্থালী কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এ সমিতির নামকরণের সঠিকতার প্রমাণ দিতে সমিতি শুরু থেকেই স্থানীয় নারী সমাজকে সমবায়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে নিজস্ব উদ্যোগে এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় (সমবায় অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) নারী সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প, খাদ্য দ্রব্য ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যাগ তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণের জন্য সভাপতি ও সমিতির সদস্যবৃন্দ স্ব-উদ্যোগে বাজার যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শপিং-মল (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোর) হতে অর্ডার গ্রহণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের বাজার কনসোর্টিয়াম-এর বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, চেম্বার অব কমার্স মেলাসহ বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনপূর্বক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইতিমধ্যে সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতি হতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ আন্তঃসমিতি সহযোগিতার মাধ্যমে বিদেশেও রপ্তানী করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জাপান, সুইডেন ও ব্রিটেনে তাঁর সমিতির প্রায় ৩,১৫,৫০০ টাকার পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে। সদস্যদের সততা, পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতা সমিতিকে একটি আদর্শ উন্নয়নমুখী এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপদানে সক্ষমপূর্বক সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমিতিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ

১. হস্তশিল্প : নকশী কাঁথা, শাড়ী, থ্রী পিচ, কুশন কভার, বেড কভার, আল-কোরআন শরীফ কভার, ওয়াল ম্যাট, পুঁতির শো-পিস, পুঁতির ব্যাগ, পুঁতির টিস্যু বক্স, পুঁতির ঝাড়বাতি ইত্যাদি।

২. খাদ্য দ্রব্য : হাতে ভাজা মুড়ি, চালের গুড়া, ঘানি ভাঙ্গান খাঁটি সরিষার তেল, হলুদের গুড়া, মরিচ গুড়া, ধনের গুড়া, খেজুরের গুড় ও পাটালী, বেশন, আমের আচার, চালতার আচার, জলপাই-এর আচার ইত্যাদি।

৩. পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যাগ তৈরী : ব্যাগ, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারন সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বয়রা, খুলনা; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দপ্তরের প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলছেন।

উল্লেখ্য যে, সমবায় অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপি “ব্যাগ তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স” সরাসরি এ সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং সফলতার সাথে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীরা বর্তমানে দক্ষতার সাথে অফিসিয়াল ব্যাগ তৈরী করছে। সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা পেলে এই সমিতির তৈরী ব্যাগগুলো সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম,

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লাসহ সকল আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে সুলভমূল্যে সরবরাহ করতে পারবে। এর ফলে এ সমিতির সমবায়ীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে। এর সাথে সাথে এ সমবায় সমিতিটি হতে পারে বাংলাদেশের অন্যান্য টুপি গ্রাম, হাতপাখার গ্রাম ইত্যাদির ন্যায় সমবায়ভিত্তিক ব্যাগ তৈরীর গ্রাম হিসাবে সারাদেশে সুপরিচিত হতে পারে।

এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদেরকে সংগঠিত করে গ্রুপভিত্তিক সরাসরি নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণসমূহ হচ্ছে :
ক. হস্তশিল্প তৈরী, খ. রান্না বিষয়ক, গ. হাঁস-মুরগী পালন, ঘ. ছাগল পালন ও ঙ. মৎস্য চাষ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির প্রচেষ্টায় সমিতিতে চলমান বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন খাতে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও খন্ডকালীন হিসাবে কর্মরত আছেন প্রায় ৩৫ জন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যদেরকে ও প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের সুযোগসহ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। চলতি বছর আলোচ্য সমিতির মাধ্যমে ২০ জন দরিদ্র মহিলাকে দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ২০ জন মহিলাকে সমিতিতে সদস্যভুক্তির মাধ্যমে অনুদান হিসাবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ঐ ২০ জন সদস্যের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি

সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, দারিদ্র বিমোচনে সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সমবায়ীদের মডেল প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন ও গবাদিপশু, মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান করে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ সমিতির সভাপতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে যশোর জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ ও অন্যান্য দপ্তরের নিকট আলোচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

সমিতির উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ৩ (তিন) বছরের তুলনামূলক তথ্যাবলী :

ক্রঃ নং	বিবরণ	অর্থ বছর		
		২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
১	সদস্য সংখ্যা	৫০ জন	১০১ জন	১১১ জন
২	শেয়ার মূলধন	২৭,৬০০/-	১,৪১,৩০০/-	২,৩৫,৬০০/-
৩	সঞ্চয় আমানত	৫৪,৮০০/-	২,০৩,৩২০/-	৪,২৩,৭৭০/-
৪	সংরক্ষিত তহবিল	১,৪৭৫/-	৭,২৭৮/-	১৬,৪২৮/-
৫	অডিট ফি প্রদান	০	৯৯০/-	৩,৮৭০/-
৬	সিডিএফ প্রদান	০	২৯৫/-	১,১৬০/-
৭	লভ্যাংশ প্রদান	০	২৩,৭০০/-	০
৮	কার্যকরী মূলধন	৮২,৪০০/-	৩,৫১,৮৯৮/-	৬,৭৫,৭৯৮/-
৯	স্ব-কর্মসংস্থান	১২ জন	২৫ জন	৩০ জন
১০	উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়	১,৪০,০০০/-	৬,৫৩,৮০০/-	১৪,০১,৭২০/-

সেবামূলক কার্যক্রম

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন :

ক. প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ ও টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

খ. মানবিক সহায়তা প্রদান।

গ. স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন ও রক্তদাতার নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ।

ঘ. সচেতনতামূলক : পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি।

এ সমিতির সভাপতির এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যশোর জেলার "অপরাজিতা" সংগঠনের চৌগাছা উপজেলার সহ-সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ সমিতির সভাপতি জনাব কাজল রেখা জাতীয় সমবায় পুরস্কার এর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে মনোনীত হয়েছিলেন।

পরিশেষ

সমিতিটি তার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়া এলাকার সাধারন নারীদের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।

....

মোঃ জিল্লুর রহমান : সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় দপ্তর, চৌগাছা, যশোর।

সিঙ্গাপুর 'কমফর্ট রাইড' সমবায়

আফতাব হোসেন

গণতন্ত্র শব্দটির সাথে এখন আরও একটি বিশেষ্য যোগ হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে আমরা সুশাসন বুঝি। তবে গণতন্ত্র হলো 'আসলে এ মিনস টু অ্যান এন্ড। গণতন্ত্র নিজে এন্ড নয়। অভীষ্ট নয়, অভীষ্ট শট অর্জনের উপায় মাত্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গণতন্ত্র হলো উন্নয়নের গণতন্ত্র। এই উন্নয়নটি কী না, রাষ্ট্রের নাগরিকদের সবরকমের, বিশেষ করে, বৈষয়িক উন্নতি। মনে করা হয়েছে আমাদের বিষয়-আশয়ের উন্নতি হলে সর্বপ্রকারের উন্নতি ঘটবে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ যে নেই তা নয়। তবে এঁা প্রমাণ করার দরকার হয় না যে আর্থিক দৈন্যের সাথেই আমাদের তাবৎ দীনতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আরেকটি কথা, উন্নয়নের সাথে গতির সরাসরি সম্পর্ক। তাই আমরা আজ উন্নয়নে দুর্বার গতির কথা শুনছি, বলছি ও অ্যাপ্রিরশিয়েট করছি। এই উন্নয়নের জন্য মোবিলিটি, চলমানতা তথা গতি অপরিহার্য।

আরও একটি জিনিস না হলেই নয়। সেটা হলো জ্ঞান। বস্তুত আমরা আজ জ্ঞানের যে বিপ্লব দেখছি তারই আকার হলো তথ্য। তথ্য প্রযুক্তি। যার কাছে আছে জ্ঞান সেই হবে জগত নিয়ন্ত্রক। আমরা তার সত্যতা ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছি। কোথায়? হয় চীনে, নয় ভারতে। আমাদের একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে–হিকমতে চীন। ইসলাম না থাকলেও আমাদের মহানবী বলেছেন, জ্ঞানার্জনের জন্য চীনে যাও। কেন বলেছিলেন আমরা বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেটা দেখতে পাবো। আজ থেকে দুই হাজার বছরেরও আগে চীনই উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। দেশটি আমাদের সনাতন দুনিয়ায় (এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ) অনেক আগেই হয়েছিল সবচেয়ে অগ্রসর। আমরা দেখেছি কেমন করে জাপান পাশ্চাত্যকে টেক্কা দিয়েই

পাশ্চাত্যভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আজ চীন টেক্কা দিয়ে চলেছে বোধ করি সকলকে। জাপান জয় করছে যুক্তরাষ্ট্রকে। চীন সেটাই করছে। আজকের মুক্ত অর্থনীতির সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাণিজ্য যুদ্ধ। অথচ গোটা পাশ্চাত্য কিছুকাল আগেও প্রচলিত যুদ্ধ লড়েছে চীনের অতিলাভজনক বাজারের দখল পেতে। অর্থের দিক থেকেও সে এখন চীনের দ্বারস্থ। এমনকি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন, তার দেশবাসীকে জ্ঞানলাভ করতে চীনে বা ভারতে যেতে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। জাপানকে কোনঠাসা করতে চলেছে চীন। আর চীনারা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে গোটা দুনিয়ায়। প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলতে গেলে বিশ্বের সাথেই। এরা ছড়িয়ে পড়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। গড়ে তুলেছে বিশ্বখ্যাত ব্যাম্বু নেটওয়ার্ক যাকে আমরা বলতে পারি প্রবাসী সব চীনার এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা। যে স্বদেশ একদিন তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এখন সেই স্বদেশের সেবায় তারা নেমেছে। তবে সে কাহিনীর আলোচনা এই লেখার বিষয়বস্তু নয়।

তবে একতা এই কথাটির সাথে সমবায়ের একটা প্রাণের যোগ যে আছে তা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। আমি সমবায়ের কথাই আলোচনা করবো। সমবায় আন্দোলনের গতানুগতিকতার বিষয় আমার বক্তব্য নয়। তার গতিধর্মই আমার আলোচনার বিষয়। উন্নয়নের জন্য চাই যোগাযোগ ও যোগাযোগের উন্নতি। চাক্ষুষ যোগাযোগ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর গোটা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ। বিষয়টির আরও বাস্তব চেহারা দেওয়া যাক। সবচেয়ে দরকার কি? যানবাহন। যোগাযোগ ব্যবস্থা। উন্নতর যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে আর সব উন্নয়ন তরতর করে এগিয়ে যাবে। ক্ল্যাসিক অর্থনীতির আওতায় ল্যান্ড লেবার আর ক্যাপিট্যালের দিন গত প্রায়। এখন অবকাঠামো থাকলেই মুক্ত বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে মূলধন আসবে। সেটার ব্যবস্থাপনাই বড়।

আমাদের দেশে হালকা মোটরযান তৈরির ছোটোখাটো প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। হয়েছে কি? মোটরাইজড রিকশা তৈরির বহবাড়ম্বর আমরা দেখেছি। মোটা বুদ্ধির সহজ সরল মানুষের ইনোভেশন : নছিমন-করিমন, মিশুক, ভটভটি, শ্যালো পাম্পের যন্ত্র লাগিয়ে বাহন তৈরির প্রয়াস দেখেছি। মোটরাইজড রিকশার বাহাদুরিও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশ্ব আজ যে দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ চালিত বাহন তৈরি প্রচলনের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে আমাদের দেশের মানুষ তখন চীনা প্রযুক্তির বাহন ব্যাটারি বাইকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামাচ্ছে। কেননা এই সেই ফসিল ফুয়েল উৎপাদিত বিদ্যুৎ নির্ভর। আর বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশির কাঙাল। কাজেই হেথা নয়, হোথা নয় অন্য কোনোখানে। অথচ আমাদের ছিল ডিজেল ইঞ্জিন প্ল্যান্ট, বিশ্বমানের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি। ছিল অসাধারণ ইতালীয় প্রযুক্তির ভেসপা-৫০০ সংযোজন কারখানা। আছে উদ্ভাবনী মেধা। হয়েছে সৌরশক্তি চালিত মোটরসাইকেল যা ১৫,০০০ টাকায় পাওয়া সম্ভব। অনেক বড় বড় কথা শুনেছি ধোলাই খাল প্রতিভা কাছে লাগিয়ে আমরা সেটা করে ফেলব। দারুণ জনপ্রিয় শ্লোগান আমরা বাসে ও নানা ধরনের যানবাহনে প্রবাদ বাক্যের মতো আমরা দেখতে পাই- 'একটি দুর্ঘটন সারা জীবনের কান্না।' একজন শিল্পপতির রচিত এ কথা গুলি। তিনি খ্যাতি কুড়িয়েছেন। তিনি রাখতে পারেননি তাঁর প্রতিশ্রুতি- তিনি বলেছিলেন অতি অল্প সময়েই সংযোজন করবেন ছোট কার আর তার দাম পড়বে সাড় তিন লাখ টাকার মতো। আর তারপর তিনি নিটোল- নিলয়ের বলয় ছাড়িয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেছেন। শেষে তাঁর বোধি লাভ ঘটেছে বিদেশের এজেন্সিতেই তো লাভ বেশি। ঝামেলা, ঝক্কি, ঝুঁকি নেই। কাজ করেনি এন্টারপ্রাইজ বা প্রোডাক্টিভ ক্যাপিটাল, জায়গা করে নিয়েছে সনাতন মার্চেন্ট ক্যাপিটাল। তিনি এখন এদেশে সবচেয়ে বড় যানবাহন সংযোজনের ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাই আজও হয়নি কৃষকের পণ্যবাজারজাত করার মতো দেড়-দুই টনি-ট্রাক বা হাল্কা পরিবহন তৈরি। আমাদের বলা হয়েছে দেশে চাল তৈরির চেয়ে আমদানি সস্তা। কিন্তু আকালের দিনে বিদেশের বাজারে চাল কিনতে যে নাকানি-চুবানি আমরা খাচ্ছি তা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি বলে মনে হয় না। ধরুন ট্যাক্সিক্যাবের কথা। ধরুন পাবলিক বাসের কথা। আজ নগর পিতারা যানবাহনের ব্যবসায় নেমেছেন। উদ্যোগটা ভালো। কিন্তু তারা জায়গা বেছে নিয়েছেন ধনীদের এলাকা। আমরা ভুলে যাই ধনীরা নিজেরাই সরকার। তারা তাদের আইন নিজেরাই তৈরি করে নেয়। সরকার মুলত দরকার যারা বিত্তহীন তাদের জন্য। সমবায়ও তাদের একমাত্র আশা।

আমাদের দেশে বিএনপি সরকারের আমলে প্রথম সরকারি উদ্যোগে ট্যাক্সি ক্যাব আমদানি করা হয় ভারত থেকে। আনা হয় হাল্কা মারুতি-সুজুকি। মাঝে মধ্যে ভারী, মজবুত ডিজেল চালিত ভারতীয় অ্যাম্বাসাডর। কোনোটাই টেকেনি। মারুতিস-সুজুকি সার্ভিস মোটামুটি বলা যায় ছিল মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্তের উপযোগী। এ নিয়ে দূর্নীতিও হয়েছে তখন বিস্তর। হয়েছে কার্যত সব সরকারের আমলে। সেই সাড়ে তিনলাখ টাকার মারুতির দাম দূর্নীতির কারণে চড়ে হয়েছে প্রায় ১০ লাখ। বাজাজ অটোরিককশা ছুঁয়েছে অবিশ্বাস্য ১৪ লাখে। কালো ক্যাবের সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় চালকরা সিএনজির প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। পারেনি মালিকের যন্ত্রণার কারণে। এমনকি যাত্রীদেও কাছে ২০/৩০ টাকার নিয়মিত বখশীস নিয়েও। সেগুলি এখন রাস্তা থেকে উধাও। শিল্পপতিদের অনেকে অভিযোগ তুলেছেন অত্যন্ত চড়া পরিবহন ব্যয়ের। অভিযোগের মাঝে অবশ্যই সত্যতা আছে। প্রতিকার হয়নি। কেন না-ট্রাক ভাড়া পণ্যের বাজার মূল্যের তিনভাগের একভাগের বেশি ছাড়িয়ে গেছে। অজুহাতের অভাব নেই।

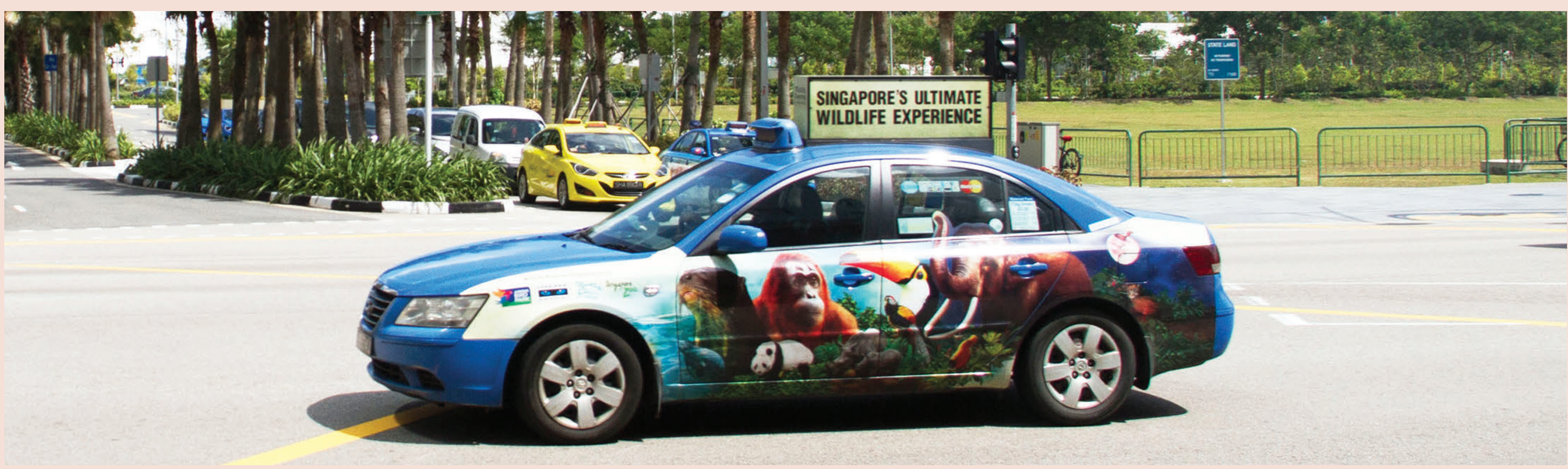

এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন তথা পরিবহন কর্মীরা বিস্তর ক্ষমতার অধিকারী। তাদের খাত থেকেই এ দেশে মন্ত্রী এসেছে কমপক্ষে তিনজন। কিন্তু এক পর্যায়ে যা দেখা যাচ্ছে তাতে এ বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে পরিবহন শ্রমিকদের রাজনীতির কাজে অপব্যবহার করা হয়েছে। আর এ কারণেও সাথে না পেরে একটা অন্যায় রফার ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষত যাত্রী পরিবহন মালিক, পরিবহন শ্রমিক ও দেশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে অলিখিত চুক্তি হয়েছে জনগণের গলা কাটার। এই ব্যবস্থার আওতায় শ্রমিকদের কাছে পরিবহন যান চুক্তিতে পার ট্রিপ হিসাবে একটা নির্ধারিত অংকে ভাড়া দেওয়া হয়। পরিবহন শ্রমিকরা মালিকদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক/বেতন যা-ই বলুন পান না। বরং নাম কাওয়াস্তে কথিত হারে ভাড়া তুলে নিজেদের রুটি নয় হালুয়া রুটির বন্দোবস্ত করছে। অসভ্য দেশের মতোই এই রাজধানীতেই টিকেটের কোনেও বালাই নেই। গ্রাহকদের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। যে টিকেট দেওয়া হয় তা আসলে টিকেটই নয়। কেননা ঐ টিকিটি অনুযায়ী মালিককে টাকা বুঝিয়ে দেওয়ার আদৌ কোনো দরকার হয় না। এতে কেবল একটি পক্ষ ছাড়া সকলের শুধু সুবিধা নয়, রীতিমতো নির্ধারিত নিট মুনাফা নিশ্চিত হয়। চমৎকার এক ব্যবস্থা! ব্যবস্থাটা মালিক-কর্তৃপক্ষের জন্য সুবিধাজনক। কর্তৃপক্ষ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তারা এ ব্যবসায়ে সরাসরি থাকতেও চান না। কিন্তু তাদের মুনাফা অবশ্যই চাই। আসলে তারা রিস্ক ফ্রি আয় চান যা আসলে সুদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঝুঁকিমুক্ত কোনো ব্যবসা নেই। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা তাদের মাসিক মাসোহারা চান। কর্তৃপক্ষের কিছু চাই। শেষে ঠিক হলো শ্রমিকের বেতন মালিক দেবে না। দেশের আইনও মানার দরকার হয় না। কাজেই বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া হলো জনগণের ঘাড়ে। শ্রমিকরা মালিকদের সাথে চুক্তিতে কাজ করবে। মালিকের গাড়ি নিয়ে তারা রাস্তায় বেরুবে। দৈনিক ব্যবসা করবে মালিক গাড়ি দেবে। তবে গাড়ির জন্য আরও দরকার হলো বিআরটিসির সম্পদ। গাড়ির লিজ নেবে কথিত মাস্তানচক্র, লীজ দেওয়া হবে সংগঠিত পরিবহন শ্রমিক গ্রুপের হাতে আর তথাকথিত পরিবহন মালিকেরা তাদের বিনিয়োগের জন্য মাসিক বা চক্তিভিত্তিক 'সুদ' বা মুনাফা পাবেন। বস্তুত পরিবহন মালিকেরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের ঘোষিত ব্যবসায়ে থাকেন না। তাদের কেবল সুদের কড়ি গুণে নেবারই কাজ আর নীতিনির্ধারকদের ও শ্রমিকদের সাথে যোগসাজস করার কাজ আর অন্য ব্যবসায়ে আরও বড় দাও মারার কাজ। তারা ব্যবসা করেন কিন্তু ঝুঁকি নেন না। তার ব্যবস্থাপনায় থাকেন না। ব্যবসা মানে ঝুঁকি নেওয়া। তাহলে সুদই কি তাদের জন্য হালাল?

এবার আসল কথায় আসি। গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরে রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্য। অচেনা বিভুঁই। সিঙ্গাপুরের পৃথিবী খ্যাত চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে কাষ্টম ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পেরিয়েই দেখতে পেলাম অপেক্ষা করছে ট্যাক্সি বহর। তাদের সিঙ্গাপুরের যেখানেই যেতে বলা হোক বিনা বাক্যব্যয়ে সহাস্যবদনে নিষ্ঠার সাথে তারা সেটা করবে। যদি যাত্রীর সাথে কোনো অড লাগেজ থাকে সেটা হ্যান্ডেল করার মতো ব্যবস্থাও তাদের যানে আছে। কোনো বার্গেন নেই। বড়োলোকের অন্যায় সাধপুরণ নেই। যে আগে আসে সেই যাবে। ট্যাক্সি ড্রাইভার চাইনিজ। ইংরেজিতে রপ্ত। নিয়ে চললো 'লিটল ইখিড়য়া'র শ্রাণ সেরাঙ্গুন রোডের ছোট্ট চাইনজে হোটেল পেন্টায়। গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার হোটেল লবিতে লাগেজ তুলে জানতে চাইল স্যার, কোনো অসুবিধে হয়নি তো। কম্পিউটার মেশিনে হিসেব করে আমার দিকে সবিনয়ে এগিয়ে দিল সিঙ্গাপুরের পাঁচ পেন্সের একটি ধাতব মুদ্রা। বললো স্যার এটা আপনার! সে ঐ তুচ্ছ পাঁচ পেন্সও রাখবে না। চলে গেল সে। রেখে গেলে আমার মনে স্থায়ী দাগ কেটে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ড্রাইভার সাহেবকে আচ্ছা আপনাদের এখানে সব ক্যাব চালককেই দেখছি চাইনিজ। এটা কেন? সে জানালো, স্যার আমরা তেমন শিক্ষিত নই। কিন্তু আমাদের চরিত্র, সততা ও ক্যাব চালানোর দক্ষতা আছে। তাই দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের এভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। আবারও আমার মনে পড়ে গেল এসবই হলো সমবায় ও যে কোনো সমবেত প্রয়াসের অপরিহার্য গুণ যা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি।

এই সিঙ্গাপুরে নগরবাহন ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে আমাদের দেশের মতোই সমস্যা ছিল। সরকার তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, এসব ড্রাইভারদের একটি সমবায় সমিতি করে দেওয়া হবে, সরকার সমবায় সমিতিকে ঋণ দেবেন। সেই টাকায় নতুন ও উপযুক্ত মানের কার কেনা হবে। আর চালকরা সপ্তাহান্তে তাদের আয়ের একটা অংশ ব্যাংকে পরিশোধ করবেন ও একসময় তারাই তাদের ক্যাবের মালিক হয়ে যাবেন। বিশ্বব্যাংকের সাড়া জাগানো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'ইস্ট এশিয়ান মিরাকল'-এ এর এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়েছে- 'রাইডিং ইন কমফর্ট' এই শিরোনামে বক্স করে। সিঙ্গাপুর বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশ। তবু সেখানে জায়গা করে নিয়েছে উত্তর ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারনা। তারা সমবায়ের মাধ্যমে এই জটিল সমস্যর অপূর্ব সমাধান করেছে। এভাবে তারা মেহনতি মানুষদেরকে দেশের অর্থনীতির সত্যিকার অংশীদার করে তুলেছে।

আমি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি যে ক্যাবটিই রাস্তায় নামুক, যেন ওটি শোরুম থেকে গতকাল নেমেছে। এখানে খাঁটি কোপারেটিভ ইউনিয়ন তার মহৎ দায়িত্ব পালন করেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। কাজটি সার্থকভাবে করেছে সিঙ্গাপুরের শাসক দল পিপলস অ্যাকশান পার্টি যার নেতৃত্ব দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ। আমাদের শাসকদল কি এই কাজটি করতে পারে না? কাজটি কেবল রেপ্লিকেট করার।

সিঙ্গাপুরে এই সমবায়টি প্রতিষ্ঠার আগে হলুদ ক্যাবের ৩,৮০০ ড্রাইভার নগরে তাদের ক্যাব সার্ভিস দিত। এরা ক্যাব পেত এর বহর বা ফ্রিটমালিকদের কাছ থেকে। যেহেতু রেজিস্টার্ড ক্যাবের সংখ্যা ছিল সীমিত মালিকরা ড্রাইভারদের কাছে ক্যাব দেওয়ার জন্য অনেক বেশি টাকা আদায় করত। ফলে শ্রমজীবী চালকেরা উপায়ান্তর না দেখে অবৈধ পাইরেট ক্যাব চালাতো। বলাবাহুল্য এসব ক্যাব ছিল লক্কড় মার্কা, নোংরা যার কোনো রক্ষণাবেক্ষণ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এসব যানে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদও ছিল না।

এখন সিঙ্গাপুরের ট্যাক্সিক্যাব ব্যবস্থার নামই হলো কমফর্ট বা স্বস্তি। এর সুচনায় মূলধন ছিল সরকারের দেওয়া ঋণ যা দিয়ে সমবায় ডিসকাউন্টে বিপুল সংখ্যক ক্যাব কেনে। এর মালিকানা দেওয়া হয় ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে। পাইরেট ক্যাব সিঙ্গাপুরের রাস্তা থেকে উবে যায়। সিঙ্গাপুরে ক্যাব ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি ঘটে। ১৯৯১ নাগাদ কমফোর্ট গোড়ায় যে মূলধন নিয়ে নেমেছিল তা পাঁচগুণে দাঁড়ায়। এই বাড়তি মূলধন নিয়োগ করা হয় বহরগড়া ও সেবার মান আরও উন্নত করার জন্য। বাকি টাকা থেকে সদস্যদের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়া হয়। দেওয়া হয় বরাদ্দ সদস্য চালকদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, বীমা ও নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলিতে। আজ কমফোর্টের শেয়ার বিক্রি হচ্ছে সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জে। কমফর্ট এখন তাদের শেয়ার ইস্যু বাড়ানোর পরিকল্পনায় রয়েছে, মূলধন বাড়িয়ে তাদের সেবা এমনকি চীন মূল ভুখন্ড পর্যন্ত সম্প্রারিত করার কাজে। সমস্যার অত্যাশ্চর্য সমাধান।

কেনই বা হবে না যারা অল্প সম্পদ দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পারে তারা অঢেল সম্পদ গড়বেই। সিঙ্গাপুরের জাতীয় সংসদ ভবন মাত্র দশ কাঠার মতো জায়গার ওপর। কিন্তু সরকার দেখিয়ে দিয়েছে সবকিছু সম্ভব। আজ লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে একজন কার্যত হিজাব পরা নারী যে মুসলমান।

সে যাহোক সমবায় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। সমবায় গড়তে মূল যে জিনিটি অপরিহার্য সেটা হলো ইংরেজি ভাষায় ক্যারেক্টার যার সঠিক বিকল্প বাংলা অভিধানে নেই।

....

নিবন্ধকার, গবেষক সিনিয়র সাংবাদিক

যোগদান

মাফরুহা সুলতানা এর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে যোগদান

মাফরুহা সুলতানা

মাফরুহা সুলতানা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ৭ মে ২০১৭ তারিখে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা। এ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকায় আইপিইউ সম্মেলন ২০১৭ অনুষ্ঠিত

১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বিশ্বের প্রায় সব দেশের জাতীয় সংসদের জোট আইপিইউ এর ১৩৬তম সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দিনের এ সম্মেলনে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কৃতিত্ব

ইতি এইচ, এস, সি তে জিপিএ-৫ পেয়েছে

তামান্না ইসলাম (ইতি) কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানীবাস হতে ২০১৭ সালের এইচ, এস সি পরীক্ষায় (বিজ্ঞান বিভাগ) অংশগ্রহণ করে জিপিএ - ৫ পেয়েছে। তার পিতা মোঃ তাজুল ইসলাম, সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকায় যুগ্ম নিবন্ধক হিসেবে সরকারী চাকুরীতে কর্মরত রয়েছেন। তার মাতা মিসেস ফাতেমা বেগম (লাভলী) একজন গৃহিনী । সে ২০১৫ সালে একই স্কুল হতে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ - ৫ (গোল্ডেন) পেয়েছে। তামান্না ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে প্রেরণা

সরকারী করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা-এর ছাত্রী তাসমিয়া আনজুম প্রেরণা ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এ+ এবং ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে জনাব সরদার জাহিদুর রহমান, উপজেলা সমবায় অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা এবং দিলরুবা নার্গিস-এর জেষ্ঠ্য মেয়ে। সে তার সাফল্যের জন্য স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতা-মাতার নিকট কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

জিপিএ-৫ পেয়েছে রাব্বি

মোঃ আরাফাত রাব্বি, বেতাগী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে জে.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে। আরাফাতের পিতা মোঃ নকিবুল হক ও মাতা মোসাঃ নুরুন্নাহার সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন কাঠালিয়া ও বেতাগী উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে অফিস সহায়ক হিসাবে কর্মরত আছেন। আরাফাত রাব্বি ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

আবু বক্কর সিদ্দিকুর রহমান

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জনাব আবু বক্কর সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয় বটিয়াঘাটা, খুলনা, বিগত ১৫ মে ২০১৭ সালে রোজ সোমবার রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শহীদ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, গোয়ালখালী, খুলনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নালিলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা মহান আল্লাহতালার নিকট তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জনাব প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল, হিসাব রক্ষক, জেলা সমবায় কার্যালয়, গোপালগঞ্জ। বিগত ১২ জুলাই ২০১৭ সালে সকাল ৯টার সময় গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর ৪ মাস ২৬ দিন। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বড়কনায় নির্জন পাহাড়ের বুকে সমবায়ের জোয়ার ছুঁয়েছে ঘরে ঘরে

বড়কনা একটি গ্রামের নাম। দুটি পাড়া নিয়ে এই গ্রাম। প্রাচীনকাল থেকেই বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে–এই গ্রামের জনগণ। চাকমা ভাষায়–বড় মানে বিশাল বা বৃহৎ (আয়তনে) আর কনা মানে–দুই পাহাড়ের মাঝখানের পাদদেশে অবস্থিত সরুভূমি (জ্যামিতিক ত্রিকোনী)। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সরুভুমির আয়তন বড় হওয়ায় গ্রামের নাম রাখা হয়–বড়কনা। একশত সত্তর পরিবার নিয়ে এই গ্রাম। জনসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ থেকে পনের শত জন। আদিকাল থেকে তারা একসাথে মিলেমিশে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে থাকে। তাদের ভাষায়–মিলেমিশে কাজ করে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই হলো সম-ভাই। গ্রামের সকল মানুষ একে অন্যের ভাই। আর সেই ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে পরস্পরের সুখদুঃখের সমভাগী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য–এই সমভাই। এই চেতনাবোধ থেকে গড়ে উঠে-বড়কনা বহুমূখী সমবায় সমিতি। ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয়চেতনা আর উন্নয়ন-তাদের সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সংগঠনটিকে বৈধভাবে পরিচালিত করার জন্য ২০০৭ সালে সমবায় বিভাগের মাধ্যমে নিবন্ধন করে–যার নিবন্ধন নং-২৩৯/খাগড়া। পনের জন সদস্য ১,৫০০ টাকা শেয়ার এবং ৩০,০০০ টাকা সঞ্চয়

নিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু করে। সমিতিটি নিবন্ধন লাভের পরপরই সমিতির সভাপতি বাবু সঞ্চয় বিকাশ দেওয়ান উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক নিবিড় সম্পর্ক রেখে সমবায় আইন-কানুন সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমিতির উন্নয়নে কাজ করতে শুরু করে। এরই মধ্যে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে এবং আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, ফেনীতে দু'বার পাঠানো হয়। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি, মৎস্য, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনাসহ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়তন শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরই তিনি বুঝতে পারেন–কাজের কৌশলগত দিক। তিনি প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে মিশ্র ফলজ বাগান করেন। আম, লিচু, আনারস, কাঁঠাল, লেবু ও দেশীয় কলার চাষ করেন ।

সমবায় আইন ও বিধিমতে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কমিটির সদস্যসহ গ্রামের বিশিষ্ট গন্য-মান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে উক্ত সভায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি সমবায়ের দর্শন ও সফলতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের জনগণের কিভাবে ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় এবং এলাকার উন্নয়নে কি কৌশল অবলম্বন করা যায়–সে ব্যাপারে তিনি উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করেন। অবশেষে ভাগ্যের দ্বার খুলে যায়। উপজেলা মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে "চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প" হতে ২২ লক্ষ টাকার প্রকল্প– এই সমিতির নামে অনুমোদিত হয়। উপজেলা মৎস্য বিভাগ কর্তৃক উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। চার পাহাড়ের মাঝখানে নীচুভূমি ২০ একর জমির উপর পুকুর খনন করে মৎস্য খামার করা হয়। পাশাপাশি মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে প্রতি বৎসর বিনামূল্যে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা দেয়া হয়। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি থেকে সমিতি এই মৎস্য খামার থেকে সুফল পেতে শুরু করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সমিতি উক্ত প্রকল্প হতে পরিচর্যা বাদ দিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয় করে। ইতোমধ্যে বিগত ২০১৬ সনে সমিতির ২৭ জন সদস্যকে বিজু উৎসব (চৈত্র সংক্রান্তি) পালনের জন্য ৫,০০০ টাকা করে মোট ১,৩৫,০০০ টাকা (লভ্যাংশ) প্রদান করে। বর্তমানে এই মৎস্য খামারের মালিকানা বা সত্ত্বাধিকার বড়কনা বহুমূখী সমবায় সমিতি। রেনু পোনা খাতে এই খামারে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এই বড়কনা বহুমূখী সমবায় সমিতিতে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়। গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সমিতিতে নির্বাচন না হলেও সাধারণ সভার মাধ্যমে শতভাগ সদস্যদের উপস্থিতিতে কন্ঠভোটে হাত তুলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন করা হয়। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বিগত ১৫ মার্চ, ২০১৫ সালে নির্বাচিত। সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়।

এই গ্রামের সব পরিবারের মানুষ সমিতির সদস্যভুক্ত না হলেও এই সমবায় সমিতির নানামূখী উন্নয়ন কাজকর্ম দেখে ও তা অনুকরণ করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সমবায় দর্শনকে কাজে লাগিয়ে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই গ্রামের প্রতিটি পরিবারে নিজ বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় আনারস,আম,লিচু, কাঁঠাল ও কলার বাগান রয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা নিজ বসতবাড়ী আঙ্গিনা ছাড়া ও পাহাড়ের উপর স্ব-উদ্যোগে বনজ ও ফলজ বাগান গড়ে তুলেছে। গ্রামের এই সমস্ত উদ্যোগ মূলতঃ বড়কনা বহুমূখী সমবায় সমিতির আদর্শের অনুশীলন।

এই বড়কনা গ্রামে বর্তমানে ১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ৩টি প্রাক-প্রাথমিক পাড়া কেন্দ্র এবং ১টি বৌদ্ধ মন্দির আছে। বর্তমানে এই গ্রামের শিক্ষার হার ৬৭%। গ্রামের ১৭০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫০ পরিবারে সৌর বিদ্যুৎ রয়েছে। স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ব্যবহার ও নলকূপের পানি ব্যবহার করা হয়-প্রতি ঘরে ঘরে। জনসংখ্যানুপাতে গ্রামে জমির পরিমাণ অনেক বেশী। শীত মৌসুমে প্রচুর শাক-সব্জী উৎপাদন হয়-এই গ্রামের ক্ষেত খামারে। রবি-মৌসুমে এই গ্রামের জনগণের উৎপাদিত শাক-সব্জী পানছড়ি বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। পান খামারীর সংখ্যাও কম নেই। এই গ্রামের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ পরিবার পান চাষের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারীভাবে ঋণের সুযোগ-সুবিধা থাকলে পানচাষীরা আরো বেশী করে লাভবান হতে পারতো ।

গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবসহ সকল প্রকার গ্রামের বিবাদ ও সামাজিক বিচার কাজ–সমিতির মাধ্যমে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সুরাহা দিয়ে থাকে। বড়কনা বহুমূখী সমবায় সমিতি এই গ্রামের উন্নয়নে একটি রোল-মডেল। এই গ্রামের প্রতিটি মানুষ এখন মনে করে–সমবায়ই ভাগ্যোন্নয়নের হাতিয়ার– এর কোন বিকল্প নেই। তবে সমিতির সভাপতি মনে করেন সরকারী উন্নয়নের ছোঁয়া পেলে এই গ্রামের চেহারা অতি সহজেই পাল্টিয়ে যাবে– এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষায় একতাই উন্নয়ন, একতাই শক্তি। তিনি বলেন–পাঁচটি মুন্ডু আর দশটি বাহু এক হলে–অসাধ্য কাজ সাধন করা যায়। তিনি দেশের সকল মানুষকে জীবন ও জীবিকার জন্য সমবায়ের আদর্শকে লালন করার জন্যও পরামর্শ দেন।

....

তথ্য সংগ্রহকারী : রত্ন কান্তি রোয়াজা, উপজেলা সমবায় অফিসার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

রোয়াংছড়ি হস্তশিল্প উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির কার্যক্রম

মো. সাইফুল ইসলাম

পাহাড়ে জুম চাষ হয়। পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীরা জুম চাষ করে। বান্দরবানে সনাতনী পদ্ধতিতে জুম চাষ হতো। স্প্যানিশ একটি সংগঠন একটি প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ে সনাতনী পদ্ধতিতে জুম চাষের বদলে প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদে পাহাড়ীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। প্রাথমিকভাবে ফলদ গাছের চারা, সবজি, মশলা, ইত্যাদি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রকল্পের শেষ দিকে ২০১০-২০১২ সালের মধ্যে এলাকায় ফলের আধিক্য বিবেচনায় ফলচাষী, মশলা চাষী ও সবজি চাষী ৩টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এসব সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে ২৫০০০ আমের চারা, পেঁপে ও সবজি চারা বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া সার বীজ, বালাই নাশক ওষুধ কৃষি উপকরণ– কোঁদাল, কাস্তে এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আন্তঃ বা রিলে ফসল হিসেবে সবজি, ছয় মাস পর পেঁপে এবং দুই মাস পর আমের ফলন হয়। ৩টি সমবায় সমিতিতে ১১টি সম্প্রদায়ের ৭০৭ জন আদিবাসী সদস্য রয়েছে। এরা লেখা পড়া জানে না, ভাষা এবং শিক্ষার অভাবে তারা কিছু বুঝতেও পারে না। যারা কিছু লেখা পড়া জানে বই পড়েও তারা কিছু শিখতে পারে না ।

তরঙ্গ একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যা ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়টি মাথায় রেখে ২০১০ সাল থেকে বান্দরবান জেলায় কাজ শুরু করে। বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা, লামা, আলীকদম ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় কৃষি ও তাঁতজাত পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করে চলছে। প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে এবং মেয়াদ শেষে নিয়মানুযায়ী কর্ম এলাকা ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। প্রকল্পের কাজের ধারাবহিকতা ধরে রাখতে এবং তাদেরকে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা যাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে সেলক্ষ্যে সদস্যদের চাহিদা ও আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বান্দরবান সদর উপজেলায় ফলচাষী, মসলা চাষী এবং সবজি চাষী সমবায় সমিতি এবং রোয়াংছড়ি উপজেলায় রোয়াংছড়ি হস্তশিল্প উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি নামে মোট চারটি সমিতি গঠন করা হয় যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলা কর্তৃক নিবন্ধিত। প্রকল্প শেষেও তাদের ঐক্য ও কাজের গতি ধরে রাখতে এই সমিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনটি চাষী সমবায় সমিতির মালিকানায় একটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যার নোম দেয়া হয়েছে "অর্গানিক শস্য ভান্ডার" এবং রোয়াংছড়ি উপজেলায় গঠিত ৭০৭ জন সদস্যদের মালিকানায় একটি ক্রাফট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যার নাম দেয়া হয়েছে "ক্রাফট এম্পোরিয়াম"। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা দিয়ে চলেছে। "অর্গানিক শস্য ভান্ডার" এবং "ক্রাফট এম্পোরিয়াম" উভয়

বিক্রয় কেন্দ্র দুটি দুই পক্ষের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। লভ্যাংশের ৮০ শতাংশ টাকা সমিতির সদস্য তাদের সঞ্চয় জমা এবং উৎপাদনের আনুপাতিক হারে পাবে এবং ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা ও যৌথ বিনিয়োগের ভিত্তিতে ২০ শতাংশ তরঙ্গ সংস্থা পাবে।

স্বাবলম্বিতার স্বপ্ন দেখে আদুরী তঞ্চঙ্গ্যা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার বিজয়পাড়া গ্রামের একজন অতিদরিদ্র পরিবারে মিসেস আদুরী তঞ্চঙ্গ্যা তিন ছেলেমেয়ে এবং স্বামী–চৈতচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাসহ বসবাস করে আসছেন। বয়স আনুমানিক চল্লিশ। জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন ছিল দিনমজুর ও জুমচাষ। নির্দিষ্ট কয়েকমাস জুম চাষ করে এবং দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের চাহিদা মিটাতে তারা হিমশিম খাচ্ছিল। তিন বেলা ঠিকমত খেতে পারত না। পরিধান করার মতো কাপড় ছিল না। বেশী কষ্ট হতো শীত এবং বর্ষাকালে। শীত নিবারনের জন্য গরম কাপড় না থাকায় পরিবারের সবাই খুব কষ্ট পেত। তাছাড়া ঘরে ছনের ছাউনি থাকায় এবং তা নিয়মিত মেরামত না করতে পারায় বর্ষাকালে বা বৃষ্টিতে ছাউনির ফুটো দিয়ে মেঝেতে পানি পড়ত। বসবাস করার বিকল্প না থাকায় অনেক কষ্ট করে হলেও সেই ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে বছরের পর বছর থাকতে হতো।

তরঙ্গ সংস্থার "এস্টাব্লিশিং ফেয়ার ট্রেড হ্যান্ডিক্রাফটস বিজনেস ফর দ্য ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটি অব বান্দরবান" প্রকল্পের সদস্য বাছাইয়ে মিসেস আদুরী তঞ্চঙ্গ্যার পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্প হতে সহায়ক এবং মূল এই দুই ধরনের আয় বর্ধনমূলক সহায়তা প্রদান করা হয়। সহায়ক আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে বসতবাড়ী বাগান তৈরীর লক্ষ্যে ছাগল-১টি, আম চারা-২০ টি, বাঁশ চারা ও বীজ-২০টি, গামারী চারা-১০টি ও মনজিৎ চারা-৫টি প্রদান করা হয়েছে। প্রধান আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে কোমর তাঁত বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে কোমর তাঁত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ (সূতা) প্রদান করা হয়। কোমর তাঁতের কাজটি বংশ পরম্পরায় আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু তা শুধু নিজেদের ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রশিক্ষণে বাজার উপযোগী ডিজাইন ও দ্রুততম সময়ে কিভাবে বেশী ও সুন্দর ডিজাইনের কাপড় তৈরী করা যায় তা শিখানো হয়েছে। তাছাড়া কোমর তাঁতের পণ্যের বাজার রয়েছে এ বিষয়ে তাদের প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প হতে প্রাপ্ত চারাসমূহ যত্ন করে বাড়ীর আশেপাশে এবং পাহাড়ে রোপন করেছে, যা থেকে ভবিষ্যতে আয় করতে পারবে। তাছাড়া ছাগল পালন করে ৫টি ছাগল ১০,২০০ টাকা বিক্রি করেছে এবং বর্তমানে ৩টি ছাগল রয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮,০০০ টাকা।

পরিবারের অন্যান্য সকল কাজের অবসর সময়ে কোমর তাঁতের বিভিন্ন পণ্য যেমন : কম্বল, চাদর, টেবিল রানার ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরী করে গ্রামে, স্থানীয় বাজারে এবং তরঙ্গ সংস্থার নিকিট বিক্রি করেছে ৬,৮৫০ টাকা এবং বর্তমানে তার নিকট মজুদ রয়েছে প্রায় ৩,৫০০ টাকার তৈরী কাপড়। তাছাড়া পরিবারের শীত নিবারনের জন্য ২টি

কম্বল নিজে রেখেছেন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২,০০০ টাকা। এখনও সে নিয়মিত অবসর সময়টুকু কোমর তাঁত পণ্য উৎপাদন কাজে জড়িত থাকে।

ছাগল বিক্রি করে এবং কোমর তাঁতের পণ্য বিক্রি করে আয়ের টাকা নিজেদের ঘরটি মেরামত করেছে এবং বাড়ীতে সৌরবিদ্যুৎ (কিস্তিতে) স্থাপন করেছে।

ছেলেমেয়েদের তিন জনই নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছে। বড় মেয়ে অষ্টম শ্রেণীতে, দ্বিতীয়জন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ছোট ছেলেটি প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে। তার আয় থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ মেটাতে পারছে।

তাদের গ্রামে সদস্য কম হওয়ায় গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি গঠিত না হলেও সে নিজ উদ্যোগে বিআরডিবি এবং কারিতাসে নিয়মিত সঞ্চয় করছে এবং পাড়ার অন্যকে উৎসাহিত করছে। বর্তমানে পাড়ার বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে, যা আগে খুবই সংকোচ বোধ করতো।

মিসেস আদুরী তঞ্চঙ্গ্যা এবং তার স্বামী প্রকল্পের সদস্য হতে পেরে তারা খুব আনন্দিত এবং প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রকল্প তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে তারা তাদের দক্ষতা ও সম্পদ (ছাগল ও গাছ) কাজে লাগিয়ে আরো অনেক লাভবান হতে পারবে বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস অভাব অনটন আর তাদের পরিবারকে তাড়া করতে পারবে না। তারা মনে করে তরঙ্গ সংস্থার সিঁড়ি প্রকল্প সত্যিই তাদের সফলতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে সহায়তা করবে।

....

মো. সাইফুল ইসলাম, এডিটর, পিপি শাখা, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

একটি সফল সমবায় সমিতি

নিয়ামুল বাশার

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ এবং শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। সমবায়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণই হতে পারে চলমান শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রধান কৌশল। তারই একটি বাস্তব সফল উদাহরণ মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মিঃ রবার্ট পংকজ গমেজ (বর্তমান চেয়ারম্যান) এর হাত ধরে সমবায় সমিতিটি এগিয়ে যাচ্ছে সফলতার দিকে।

সমবায় সমিতির ইতিকথা

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন মঠবাড়ী ধর্মপল্লী এলাকার কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে একত্রিতভাবে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন একত্রিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করে। প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করার পর পরই তারা উপলব্দি করে যে এই কার্যক্রম সমাজে আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সমিতির কার্যক্রম মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টান জনগোষ্ঠিকে এই সমিতির আওতায় নিয়ে আসার। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ১, ২০১২ সালে সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, গাজীপুর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করে যার নিবন্ধন নম্বর ২০৫১, তারিখ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

সমিতির মূল শ্লোগান

“আমাদের অর্থ আমরা করব ব্যবহার; হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার।” সমবায় সমিতির সদস্যরা বিশ্বাস করে কারো করুনা বা দানের উপর নির্ভর না করে নিজেদের অর্থ নিজেদের মধ্যে পুনঃবিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেই তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব।

সমিতির সম্পদ/পরিসম্পদের পরিমাণ

মাত্র ৯৯ হাজার টাকার পরিসম্পদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে মাত্র মাত্র সাড়ে চার বছরে সমিতির পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চল্লিশ কোটি টাকার উর্ধ্বে।

সমিতির বিভিন্ন সংগঠনে অংশগ্রহণ

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েসন অফ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস (কাককো) লিঃ এবং এসোশিয়েশন অফ এশিয়ান কনফেডারেশন অফ ক্রেডিট ইউয়িনস (আকু) সাপোর্টার এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে।

সমবায় বাজার

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড সদস্যদের সার্বিক চাহিদা পর্যালোচনা করে ও নিজেদের অর্থনৈতিক ভিতকে আরো মজবুত করাসহ কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের স্থায়ী ধাপ হিসাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় বাজার কার্যক্রম চালু করেছে। বিগত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ সমবায় বাজার এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই সমবায় বাজার সমিতির নিজস্ব চারতলা ভবনে স্থাপিত। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই সমবায় বাজারে প্রাত্যহিক সকল প্রকার পণ্যের মানসম্মত পণ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে এই বাজারে ১২ জন কর্মী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমবায় বাজার থেকে নীট লাভ হয়েছে ৪,৫৬,০২১ টাকা এবং ভাড়া হিসাবে ১,৪০,০০০ টাকা সর্বমোট ৫,৯৬,০২১ টাকা সমিতির আয় হয়েছে। এই সমবায় বাজারে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর সমাহার রয়েছে। চাল, ডাল, তেল, নুনসহ সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রী, সকল প্রকার বস্ত্র সামগ্রী, প্রসাধনী, জুয়েলারী, গৃহস্থালী সামগ্রী, ফার্নিচার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশন, সাইকেলসহ রকমারী সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সমিতির সদস্যগণ মূলত এই বাজারের গ্রাহক। এছাড়া এই

সমবায় বাজার এলাকার জীবনমান উন্নয়নেও কর্মসংস্থানের বিরাট একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

প্রাক বড়দিন ও বিজয় মেলা

স্বাধীনতার ইতিহাসকে জনগণের মাঝে আরো বেশী ছড়িয়ে দেয়া ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে জাতি গঠনে সমিতি প্রাক-বড়দিন ও বিজয় মেলার আয়োজন করেছে। বড়দিনের পূর্বে এই মেলা শুরু হয় ও তার সমাপনী দিন থাকে ১৬ ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে। বিগত তিন বছর যাবত উদ্যোক্তা তৈরি ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রাক বড়দিন ও বিজয় মেলার আয়োজন করে আসছে। এই মেলা বর্তমানে একটি বাৎসরিক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলার ফসল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় বাজার। একই সাথে সদস্যদের মধ্য থেকে অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। আজ অনেক সদস্যরা নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছে।

মেলাতে শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ আয়োজন থাকে। একই সাথে মেলাতে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপিং ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বিনা খরচে চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালের মেলায় কালীগঞ্জ থানার সকল সমবায় সমিতির অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। মেলাতে যুবকদের ও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় যুব সমিতি ও ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

ঋণসেবা

সদস্যদের ক্ষুদ-ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে সমিতির সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে মূলধন গঠন করেছে। টেকসই বিনিয়োগের লক্ষ্যে চাহিদা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চিত মূলধন থেকে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সমিতি সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থান ও সদস্যদের মধ্যে হতে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ঋণ প্রদান কার্যক্রমে সমিতি প্রদত্ত ঋণের অর্থ বিনিয়োগের মধ্য হতে ঋণ পরিশোধের অর্থ যোগানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সমিতি বিশ্বাস করে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়া সদস্য তথা সমাজের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমিতি সদস্যদের মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ তথা ঋণ প্রদান করে থাকে।

আবাসন প্রকল্প

সমিতি জন্মলগ্ন থেকে সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সমিতি ইতিমধ্যে আবাসন প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয় করেছে। এই ভূমি সদস্যদের মধ্যে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক সদস্য সমিতির প্লট ক্রয় করে তাদের আবাসন সমস্যার সমাধান করছে।

এক নজরে সমিতির সার্বিক চিত্র

ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

অর্থনৈতিক চিত্র

ক্রমিক	বিবরণ	জুন ২০১৫-২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
০১	শেয়ার মূলধন	৯১,৬৮,১৭৩.০০	৯৯,৬০,১০২.০০
০২	সঞ্চয়	১৯,১৩,১০,৯২১.০০	২৭,৪০,৪২,৫৪১.০০
০৩	ভূমি প্রকল্প	১৪,৮৮,৯৮,২২২.০০	১৮,৪৩,১২,০১১.০০
০৪	সমবায় বাজার ভবন	৫৪,৩৫,২৩৫.০০	৫৪,৩৫,২৩৫.০০
০৫	পাওনা ঋণ	৬,৮২,১৮,৪৪০.০০	৭,৩৫,১৪,৮৭৩.০০
০৬	বাণিজ্যিক ভবন		৩৯,৮৭,৬১২.০০
০৭	সমবায় বাজারে বিনিয়োগ	১,০৭,৬৯,৯৮৫.০০	১,১১,৩২,৯৮৯.০০
০৮	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	৭,৫০,৫৯৪.০০	৭,৫৬,৯৯৪.০০
০৯	এম্বুলেন্স	১৫,৫২,৭৭০.০০	১৫,৫২,৭৭০.০০
১০	ঋণ গ্রহণ	২,৩০,০০,০০০.০০	৩,১০,০০,০০০.০০
১১	ব্যাংক স্থিতি	২,১৩,৬৩,২১৫.০০	২,৮৪,৮৫,৭১২.০০
১২	পরিসম্পদের পরিমাণ	২৬,৩২,৭৭,০৪১.০০	৩৬,৮২,০৮,৬১২.০০

বয়স্কদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম

সমিতি সদস্যসহ এলাকার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সামাজিক সংগঠন তৈরি করেছে। এই সংগঠনের নাম হচ্ছে ক্ষমা ও ভালোবাসা সংঘ। এই সংগঠনে ৫০ উর্ধ্ব সকল সদস্যগণ অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সংগঠন এলাকার অসুস্থ রোগীদের পরিদর্শনসহ তাদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের মাধ্যমে বয়স্ক অসহায়দের জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন যুব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সমিতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা করে আসছে। এলাকায় দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সমিতির উদ্দেশ্য ও গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমিতির কর্মী ও উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমিতি উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে গো-খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য গত ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সমিতির কার্যালয়ে তিন দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। গো-খামার কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক মোট ১২ জন উদ্যোক্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সমিতির কর্মী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৩ আগষ্ট ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার সমিতির সকল কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই প্রশিক্ষণে আমাদের সমিতি ছাড়াও মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ৬ জন, কাককো লিমিটেড এর দুইজন, দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ৬ জন এবং মাল্লা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ২ জন কর্মী সহ মোট ৩৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কুচিলাবাড়ীস্থ ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্টে সারাদিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইউরোপিয়ান কমিশনের কর্মকর্তা মিসেস সোমা গমেজ ও কালব এর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রতন এফ. কস্তা প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রথম ত্রিবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

সমিতির কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য আগামী তিন বছরের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য বিগত অক্টোবর ২৭-২৯, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সমবায় সমিতির কর্ম এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলার নবজ্যোতি নিকেতন, কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ এ ত্রিবার্ষিক কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় সমিতির কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, বিভিন্ন উপকমিটির সদস্য, যুব সংগঠন ও

ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি, মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিব ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিনিধিসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করে। তিনদিন ব্যাপি আবাসিক এই কর্মশালায় সমিতির বর্তমান চলমান প্রকল্পসমূহ একই সাথে প্রকল্পসমূহের বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সার্বিক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সমিতির আগামী তিন বছরের কার্যক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে গৃহীত ত্রি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে কার্যক্রমসমূহ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে, যার অনেকাংশ ইতিমধ্যে সম্পাদন হয়েছে। এই কার্যক্রমের বাস্তবিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

কেএসবি বেকারী

সমবায় সমিতিটি নিজস্ব ব্রান্ডের বেকারী পণ্য তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার নাম হবে সমবায় আদ্যাক্ষর নিয়ে কেএসবি। নিজস্ব ভবনে এই বেকারী স্থাপন করা হবে। মানসম্মত পণ্য এই বেকারীতে উৎপাদন করা হবে। মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এর বিষয়টি নিশ্চিত করে এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেকারীর নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আগামী জুলাই ০১, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে এই বেকারী পুরোদমে উৎপাদন শুরু করবে ।

বিউটি পারলার

এলাকার প্রয়োজনে সমবায় সমিতি কতৃপক্ষ একটি মানসম্মত বিউটি পারলার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প সমিতির নিজস্ব কেএসবি বাণিজ্যিক ভবনে স্থাপন করা হবে। দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নিয়োগসহ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরিতে এই প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই ভবনের কার্যক্রম প্রায় সমাপ্তির পথে। জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এ বিউটি পার্লার প্রকল্পটি চালু করার লক্ষ নির্ধারণ করা হয়। বিউটি পারলারের নির্মাণ কাজও শেষের পথে। নির্ধারিত সময়ে এই পারলার তার কার্যক্রম শুরু করবে ও সদস্যদের সেবা প্রদান করতে পারবে।

ব্যায়ামাগার

সমিতির নিজস্ব বানিজ্যিক ভবনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি আধুনিক ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হচ্ছে। আলাদা সময়ে নারী পুরুষদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যায়ামাগার সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সহ যুব সমাজকে নেশামুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই ব্যায়ামাগার এর মাধ্যমে সমিতির আয় নিশ্চিত হবে। একই সাথে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ব্যায়ামাগারের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। আগামী জুলাই ০১, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এই ব্যায়ামাগার তার যাত্রা শুরু করবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমিতির কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির কর্মী সংখ্যা শতকের ঘরে পৌছাবে। সমিতি কতৃপক্ষ নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করার কারণে প্রশিক্ষণকে একটি অতীব জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করে। একই সাথে সমিতি লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতি কেএসবির নির্মিয়মান ভবনে ছোট আকারে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করবে। যেখানে ৩০০ জনের জন্য একটি আধুনিক হলরুম, একই সাথে ৩০ জনের আবাসিক সুবিধা থাকবে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০০ জনের জন্য ডাইনিং সুবিধা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমিতির সার্বিক কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এটি একটি আয়মূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। কেএসবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে তার যাত্রা শুরু করবে।

আধুনিক পাঠাগার স্থাপন

সমিতি ইতিমধ্যে তার বর্তমান অফিস ঘরে একটি ছোট আকারে পাঠাগার স্থাপন করেছে। এই লাইব্রেরীকে একটি আধুনিক পাঠাগার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমিতি ব্যপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সমিতির নিজস্ব বানিজ্যিক ভবনে এই পাঠাগার স্থাপন করা হবে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যসহ এলাকার জনগণ জ্ঞান চর্চার জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই পাঠাগার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এই পাঠাগার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে।

কেএসবি যৌথ সেলাই কেন্দ্র স্থাপন

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রথম যৌথ প্রকল্প হিসাবে মঠবাড়ী ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ ক্রেটিড ইউনিয়ন লিমিটেড এর সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি সেলাই কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প মঠবাড়ী ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর নিজস্ব ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপন করা হবে। ৫০ঃ৫০ অনুপাতে এই প্রকল্পের মালিকানা থাকবে। আগামী জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে এই প্রকল্প যাত্রা শুরু করবে।

কেএসবি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প

সমিতির সদস্যদের মারিকানায় ও সমিতির

সার্বিক পরিচালনা ও সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে দশটি দুগ্ধ গো-খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে সমিতির মালিকানায় কেএসবি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করবে। সদস্যদের খামারে উৎপাদিত সকল দুধসহ মাংস কেএসবি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহ করবে। এই কারখানায় দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সকল প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার মাধ্যেমে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরি ও অনেক সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্প শুরু হবে।

ছাগল পালন প্রকল্প
সমিতি ইতিমধ্যে কেএসবি রিসোর্ট স্থাপনের জন্য প্রায় ১৪ বিঘা জমি ক্রয় করেছে। এই রিসোর্টের জন্য নির্ধারিত কিছু জমিতে ছাগল পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে ২০০ ছাগল নিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হবে। এই প্রকল্প একটি লাভজনক প্রকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সমবায় সমিতি কতৃপক্ষ মনে করছে। আগামী জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রকল্পের কার্যক্রম যাত্রা শুরু করবে।

কেএসবি নার্সারী প্রকল্প
সমিতি রিসোর্টের নির্ধারিত স্থানে একটি আধুনিক নার্সারী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই নার্সারী স্থাপনের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশ রক্ষায় ভূমিক রাখা একই সাথে একটি বিশাল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রকল্প চালু করা সম্ভব হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কেএসবি বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প
বর্তমান বাস্তবতায় বিশুদ্ধ খাবার পানি একটি অতীব প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী প্রকল্প। দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের সাথে এই বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি স্থায়ী আয়মূলক প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হবে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্প শুরু হবে।

কেএসবি রিসোর্ট প্রকল্প
ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে সমবায় সমিতিটির কর্মএলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। তারই লক্ষ্যে সমিতি প্রায় ২৫ বিঘা জমির উপরে একটি পরিকল্পিত রিসোর্ট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই রিসোর্ট একটি আধুনিক বিনোদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে তৈরি করা হবে। গত ২৬ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সমিতির নিজস্ব (প্রস্তাবিত কেএসবি রিসোর্ট এর) জমিতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই রিসোর্টের যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। রিসোর্ট ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরির বিশাল সুযোগ তৈরি হবে। এই প্রকল্প অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটি কর্মসংস্থান ও টেকসই বিনিয়োগের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই রিসোর্টে ৩০০ জনের থাকাসহ ১,০০০ জনের হলরুমের সুব্যবস্থা থাকবে।

কেএসবি স্কুল প্রকল্প
মঠবাড়ী এলাকার অনেক সদস্য শুধুমাত্র ভাল স্কুলের অভাবে ঢাকায় বসবাস করে। শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে এলাকায় একটি উন্নতমানের স্কুল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই স্কুল একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই স্কুল কার্যক্রমের জন্য সমিতি ইতিমধ্যে প্রায় ১ একর জমি ক্রয় করেছে। এই স্কুল এলাকার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। এই কার্যক্রমের পূর্ণ বাস্তবায়ন আগামী ২০১৯ জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কেএসবি চিকিৎসা কেন্দ্র
কালীগঞ্জ উপজেলায় এখনো কোন মানসম্মত চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতাল নাই। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সমিতি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ হতে এম্বুলেন্স সার্ভিস শুরু করেছে যা অত্যন্ত সুনামের সাথে সর্বসাধারণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো একটি হাসাপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। তারই ধারাবাহিকতায় সমিতি ইতিমধ্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ২ বিঘা জমি ক্রয় করেছে। হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ আগামী আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হবে। আমরা প্রত্যাশা করি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই হাসপাতাল সর্বসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপ্তি অনেক দ্রুতগতিতে ঘটছে। তারই লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব কার্যালয় জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই সমিতির নিজস্ব ভূমিতে নিজস্ব অফিস ভবন তৈরি করা এখন সময়ের দাবী। তারই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সমিতি তার নিজস্ব অফিস ভবন তৈরি করার জন্য মঠবাড়ী গির্জার পশ্চিম পার্শ্বে প্রধান সড়কে প্রায় ১ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই জমিতে সমিতির নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয় জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

কেএসবি আইটি প্রকল্প
সমিতির নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবনে সমিতি একটি আইটি বিভাগ চালু করতে যাচ্ছে। এখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিসহ সমিতির কার্যক্রমকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলা। সমিতির বানিজ্যিক ভবনে এই প্রকল্প স্থাপন করা হবে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এই কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

কেএসবি উদ্যোক্তা তৈরি ও বিনিয়োগ প্রকল্প
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায় সমবায় সমিতি লিমিটেড সকল প্রকল্পে সদস্যদের সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ বিনিয়োগ প্রকল্প সমিতির সদস্যদের নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে। নিজেদের অর্থ নিজেদের কল্যানার্থে বিনিয়োগ একই সাথে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করবে। এই বিনিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেএসবি একটি গ্রুপ অফ কোম্পানীতে রূপান্তরিত হবে। সদস্যগণ তাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য কেএসবি একটি অনন্য বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের সমিতি তথা ধর্মপল্লীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কেএসবির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সার্বিক ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের সদস্যদের ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা।

উপসংহার
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয় সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য। এই সমবায় সমিতির সদস্যরা বিশ্বাস করে আদর্শ সমবায় কার্যক্রমই পারে একটি জনগোষ্ঠির প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। প্রয়োজন নিজেদের চাহিদা পূরণে নিজেদের অর্থ নিজেদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সমবায়ভিত্তিক বিনিয়োগের সুব্যবস্থা করা। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ণ নিশ্চিত করা। সমবায় সমিতিটি এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যেন একসময় সমিতি তার সদস্যদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে নিজেরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং একটি টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি রচনা করতে পারে।

....

নিয়ামুল বাশার, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর

শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২০১৫ সালের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত সমবায় সমিতি/ সমবায়ীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/ সমবায়ী নির্বাচনের জন্য জাতীয় কমিটির সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/ সমবায়ী নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্তদের তথ্যসমূহ চূড়ান্তভাবে যাচাই, বাছাই ও পর্যালোচনা করা হয়। এসবের মধ্যে থেকে ৫টি করে মোট ১০টি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। আগামী ৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি এবং কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব-এর সমবায় অধিদপ্তর পরিদর্শন

২৮ মে ২০১৭ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা সমবায় অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন এবং সকল স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন

সমবায় ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবকে পুস্পস্তবক দিচ্ছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক আব্দুল মজিদ

সমবায় ভবনে সমবায় বাজার ও কনসোর্টিয়ামের সেলস সেন্টার পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মাফরুহা সুলতানা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর

১২ জুন ২০১৭ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের এপিএ টীম এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইটিপি), প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর অধ্যক্ষ এবং সমবায় বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকগণ উপস্থিত ছিলেন

সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচি

২৮মে ২০১৭ তারিখে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচির আওতায় সমবায় অধিদপ্তরে দুগ্ধ খাতের বর্তমান অবস্থা এবং সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনে গৃহিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক আব্দুল মজিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত

১ জুলাই ২০১৭ তারিখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ভবনে ইউনিয়নের কার্যালয়ে ১ জুলাই ২০১৭ তারিখ শনিবার ৯৩তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ব্যাংক ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু জাতীয় পতাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। আলোচনা সভায় ইউনিয়নের সভাপতি, সংসদ সদস্য, সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শোক দিবস পালিত

১৫ আগষ্ট ২০১৭ খ্রিঃ স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। এ উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকালে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ (অতিরিক্ত সচিব) এর নেতৃত্বে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মাঠ সংলগ্ন রাস্তা থেকে র‍্যালি করে ধানমন্ডি ৩২নং এ স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকাল ১০.৩০টায় সমবায় অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম মাফরুহা সুলতানা, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, বি.সি.এস (সমবায়) এসোসিয়েশন এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ।

সমবায় অধিদপ্তরে জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ পালনের কর্মসুচির মধ্যে সকাল ১১.৩০টায় আলোচনা সভা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম মাফরুহা সুলতানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে গরিব দুঃখীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।